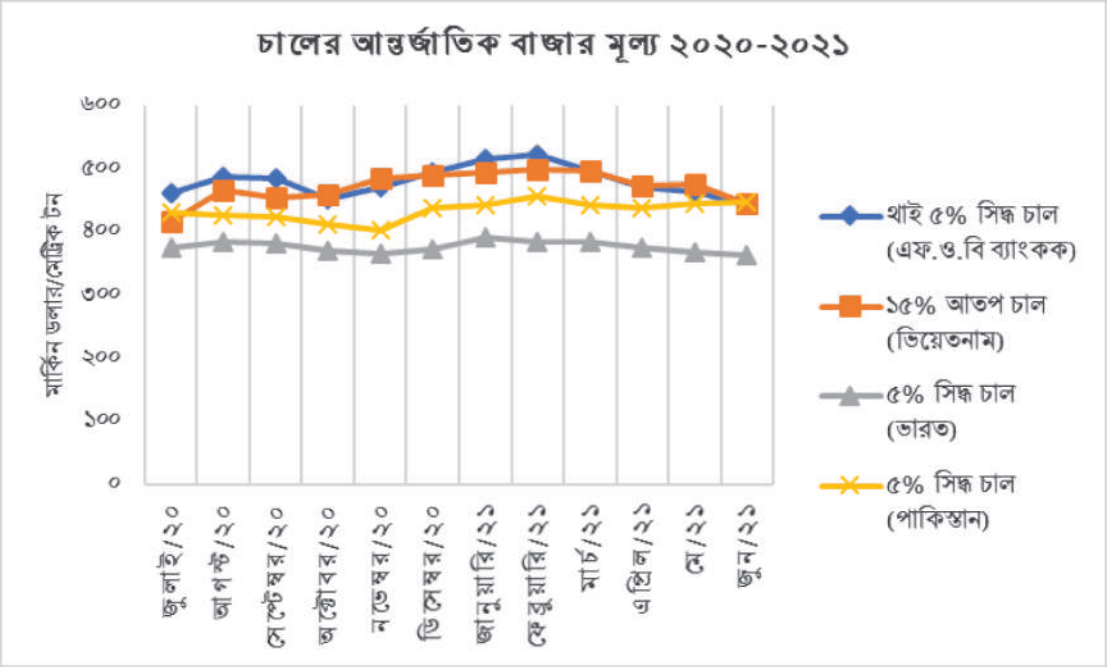


**লেখচিত্র ১০: চালের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি**

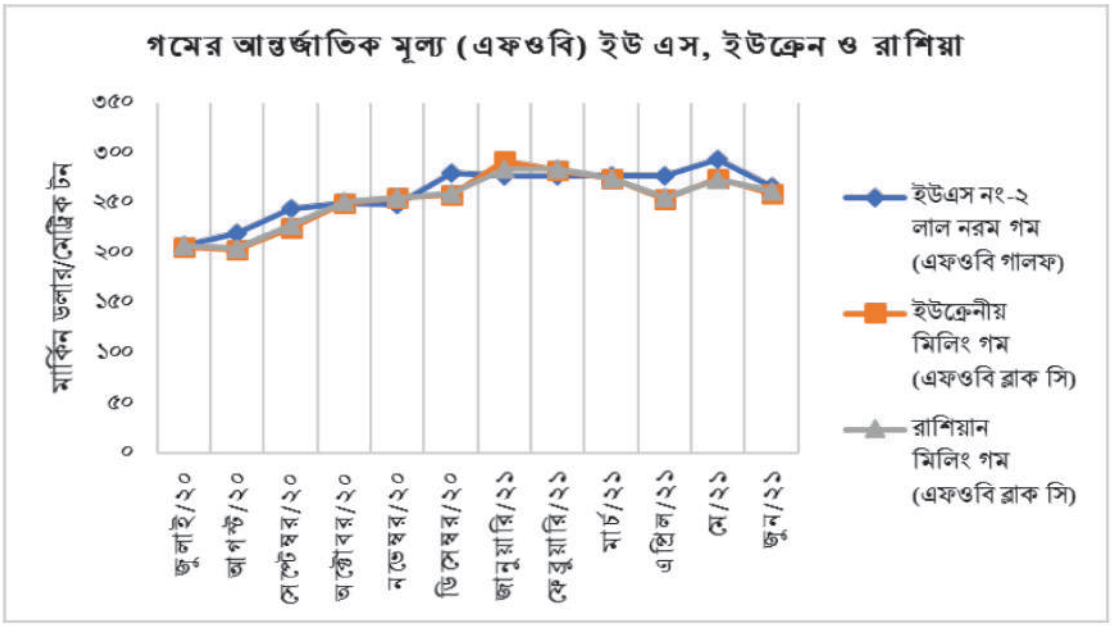


**লেখচিত্র ১১: গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি**

করোনা মহামারির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ২০২০-২১ অর্থবছরে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে গড় মূল্য পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়েছিল।

# ৪.০ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

## ৪.১ সংগ্রহ বিভাগ

### ৪.১.১ অর্গানোগ্রাম

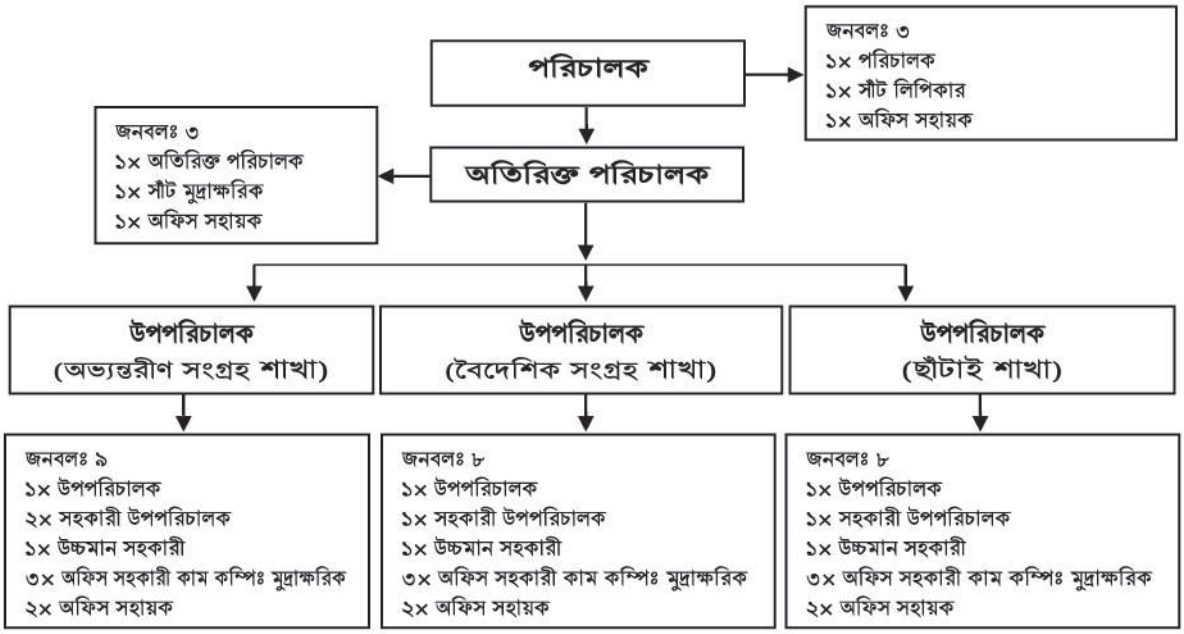


### ৪.১.২ সংগ্রহ বিভাগের কার্যক্রম

উৎপাদক কৃষকদের উৎসাহ মূল্য প্রদান, বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলা এবং সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ করাই সংগ্রহ বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে সংগ্রহ বিভাগ হতে প্রতিবছর সরকার ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণভাবে আমন ও বোরো ধান-চাল এবং গম সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

সংগ্রহ কার্যক্রম ছাড়াও সংগ্রহ বিভাগ থেকে অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত ধান, চাল ও গম এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ঢালা গম বস্তাবন্দীকরণের লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরভিত্তিক প্রণয়নকৃত এপিপি অনুযায়ী ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম চটের বস্তা ক্রয় করা হয়। এছাড়া বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় সংগ্রহ বিভাগ থেকে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বৈদেশিক সূত্র হতে গম ও চাল আমদানির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পাশাপাশি সংগ্রহ বিভাগে মিলিং শাখা হতে ধান ছাঁটাই সংক্রান্ত বিয়ে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান এবং মন্ত্রণালয় হতে মিলিং সংক্রান্ত প্রাপ্ত যে কোন নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংগৃহীত খাদ্যশস্য সার্বক্ষণিকভাবে খাদ্যপযোগী রাখার স্বার্থে কীটনাশক ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংগ্রহ বিভাগের উপর ন্যস্ত। এছাড়া সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে সংগ্রহ চলাকালীন সহায়ক নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ এবং তা নিবিড় পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংগ্রহ বিভাগ থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিনির্দেশ সম্মত ধান, চাল ও গম ক্রয় করা হচ্ছে কিনা এবং সংগৃহীত চালের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংগ্রহ বিভাগ থেকেও নিবিড় তদারকি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

### ৪.১.৩ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সংগ্রহ বিভাগ হতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

**(ক) অভ্যন্তরীণ সংগ্রহঃ (২০২০-২০২১ অর্থ বছর)**

হিসাব মে.টনে

| ক্র. নং | ধান | চাল | চালের আকারে | গম |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ৪,২০,৬২৯ | ১১,৭৬,৩১৭ | ১৪,৪৯,৯০৬ | ১,০৩,২১১ |

**(খ) বৈদেশিক সংগ্রহঃ (২০২০-২০২১ অর্থ বছর)**

হিসাব মে.টনে

| ক্র: নং | চাল | গম |
|---|---|---|
| ১. | ৫,৭২,৮৯২ | ৪,৭৮,৭০২ |

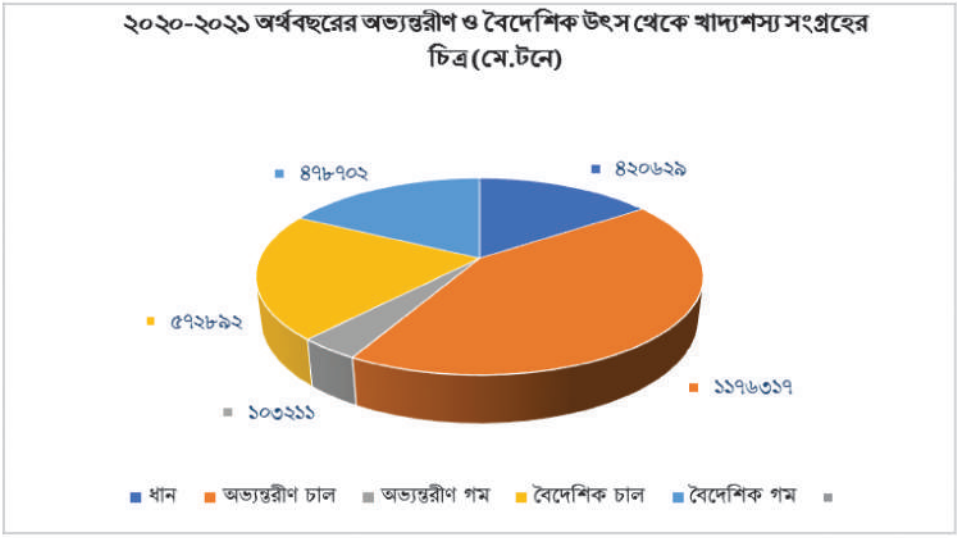


**লেখচিত্র ১২: খাদ্যশস্য সংগ্রহের চিত্র**

### (গ) চটের খালি বস্তা ক্রয়

| ক্রঃ নং | বস্তার ধরণ | ক্রয়কৃত বস্তা |
|---|---|---|
| ১. | ৩০ কেজি ধারণক্ষম | ২,৮৬,৩৫,৯০০ পিস |
| ২. | ৫০ কেজি ধারণক্ষম | ২,৫৪,৬৮,৩৫০ পিস |
| | মোট= | ৫,৪১,০৪,২৫০ পিস |

### (ঘ) কীটনাশক ক্রয় (২০২০-২০২১ অর্থ বছর)

উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ১০,০০০ কেজি এ্যালমুনিয়াম ফসফাইট ট্যাবলেট ও ১২,০০০ লিটার পিরিমিফস মিথাইল (তরল) কীটনাশক ক্রয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী কীটনাশক বরাদ্দ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## ৪.১.৪ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে ধান ও চাল ২১.৮৪ লাখ মে.টন ও গম ৭.০০ লাখ মে.টন ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩০ কেজি ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম মোট ৮.০০ কোটি পিস বস্তা ক্রয়ের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। তদানুযায়ী ই-জিপি পদ্ধতিতে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বস্তা ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে বিনির্দেশসম্মত বস্তা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌছানোর জন্য সংগ্রহ বিভাগ থেকে নিবিড় তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৫,০০০ কেজি এ্যালমুনিয়াম ফসফাইট ট্যাবলেট ও ১২,০০০ লিটার তরল কীটনাশক ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

## ৪.১.৫ বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সংগ্রহ চিত্র

**সারণি ০৯: বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক (আমদানি) সূত্র হতে সংগৃহীত চাল ও গমের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো**

| ক্রমিক নং | অর্থবছর | সংগ্রহের উৎস | সংগৃহীত পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | চাল | গম |
| ১. | ২০১৬-১৭ | অভ্যন্তরীণ | ১২,৮৩,৩৪২ | ১,০০,০০০ |
| | | বৈদেশিক | ০ | ৩,৯৬,৬৮৮ |
| ২. | ২০১৭-১৮ | অভ্যন্তরীণ | ১৪,২৮,৮৪৬ | ০ |
| | | বৈদেশিক | ৮,৯৪,৭১৩ | ৫,১৩,৫৯৭ |
| ৩. | ২০১৮-১৯ | অভ্যন্তরীণ | ২৩,৭৩,৯১২ | ৪১,৩৩৫ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বৈদেশিক | ৬৫,৩৮৩ | ৪,৮৭,৩৯৮ |
| ৪. | ২০১৯-২০ | অভ্যন্তরীণ | ১৮,০৪,৫৭২ | ৬৭,২৫৩ |
| | | বৈদেশিক | ০ | ৩,৬৭,৫৮৭ |
| ৫. | ২০২০-২১ | অভ্যন্তরীণ | ১৪,৪৯,৯০৬ | ১,০৩,২১১ |
| | | বৈদেশিক | ৫,৭২,৮৯২ | ৪,৭৮,৭০২ |

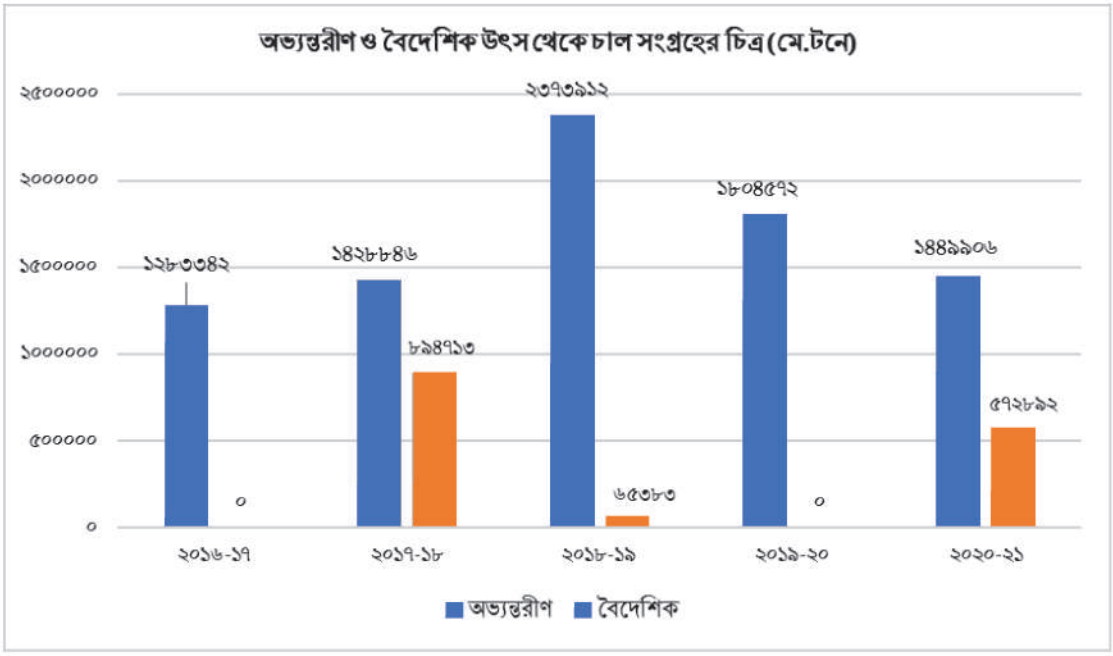


লেখচিত্র ১৩: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে চাল সংগ্রহের চিত্র

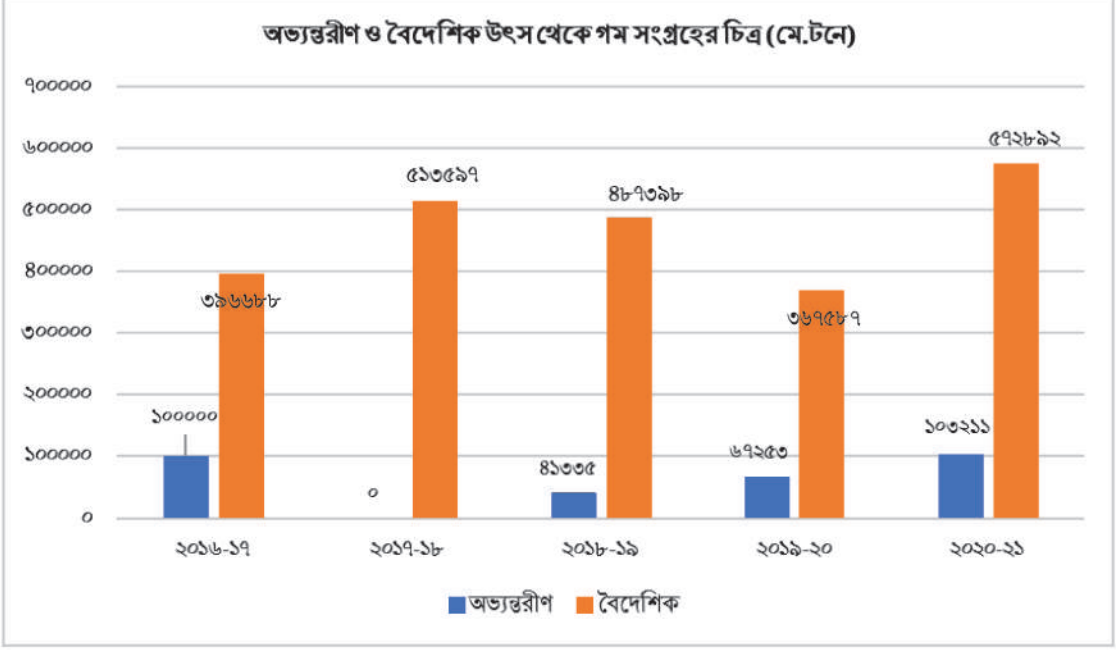


লেখচিত্র ১৪: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে গম সংগ্রহের চিত্র

## ৪.২ সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ

### ৪.২.১ অর্গানোগ্রাম

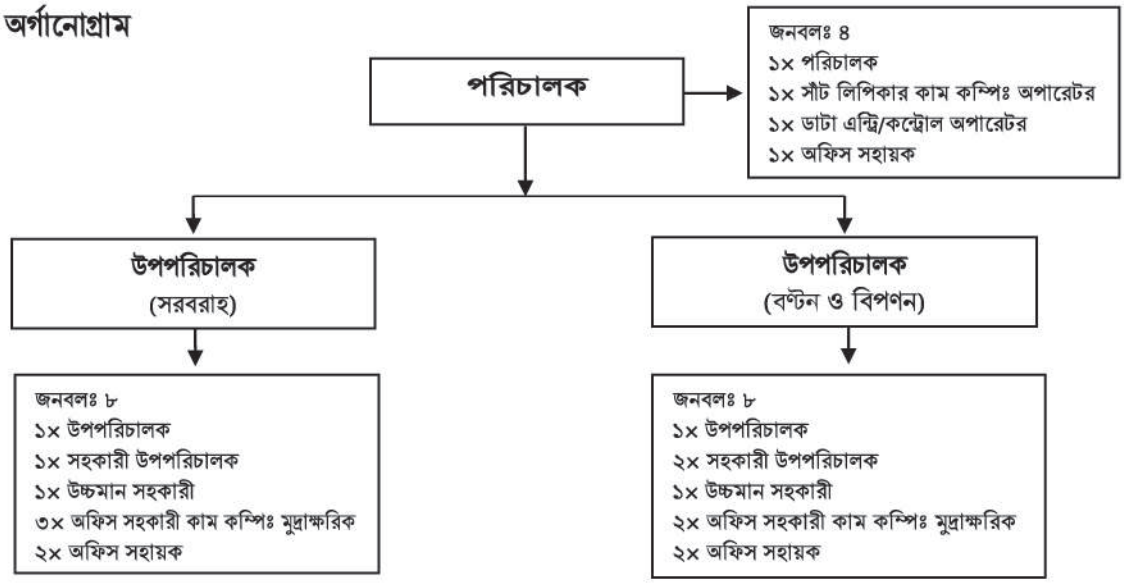


খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রধান। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ''বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ'' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই বিভাগ নামে খাদ্য বিভাগ তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

পরবর্তীতে অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব পালন করতে থাকে। ১৯৭২ সালে এটির নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়। নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা না মেটায় বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে খাদ্যশস্য মজুত ও সরবরাহের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিডি, ভিজিএফ, রেশনিং ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে খাদ্য মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৪ সালের ৪২ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে 'খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৯ সালের ১৬৮ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে 'খাদ্য বিভাগ' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ' নামে দুটি বিভাগে রূপান্তর করা হয়। সর্বশেষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২ সালের ৯৬ নং প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দু'টি বিভাগকে দু'টি পৃথক মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। এখন খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি স্বতন্ত্র ও জনগুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ।

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকদের নিকট হতে চাল সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

### ৪.২.২ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থাঃ পিএফডিএস

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানত আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে বিভক্ত।

### ৪.২.৩ আর্থিক খাত

আর্থিক খাতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) এবং ভর্তুকি মূল্যে সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস, আনসার, জেলখানা, মুক্তিযোদ্ধা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দুর্নীতি দমন কমিশন ও ক্যাডেট কলেজে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

### ৪.২.৪ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি

নিরন্ন মানুষের বিষন্ন মুখে ক্ষুধায় অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত নিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের পথ চলা। সে লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালবাসায় সিক্ত 'খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ- ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ০৭/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়।

এই কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবার অর্থাৎ দেশের প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৬ সাল থেকে ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি হিসাবে দেশের পল্লি অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কর্মাভাবকালীন (সাধারণত যে সময় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে) ৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর) প্রতি কেজি ১০/- টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি হারে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে মে/২০২০ মাসে অতিরিক্ত ১ মাসসহ মোট ৬ মাস খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে চাল বিতরণ করা হয়েছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৭.৪২ লাখ মে.টন চাল বিতরণ হয়েছে। এ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৩.৪১ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য যথা সময়ের আগেই অর্জনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

### ৪.২.৫ খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়ঃ (ওএমএস)

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্দ্ধগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলত দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত শ্রেণির মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা সদরে চাল বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ওএমএস কার্যক্রমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১,২৭,৫৮৬ মে.টন চাল বিক্রয় করা হয়েছে।

**ময়দা মিলের মাধ্যমে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে আটা বিক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ২.৩২ লাখ মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে (৩.০১ লাখ মে.টন গমের বিপরীতে)।**

### ৪.২.৬ প্যাকেট আটা বিক্রয়ঃ

পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল হতে উৎপাদিত ১ কেজির প্যাকেট আটা গত ০৮.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি করা হচ্ছে। জুন/২০২১ পর্যন্ত পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিলের (৫৫,৩৬০ টি প্যাকেট) ৫৫.৩৬০ মে.টন প্যাকেট আটা বিক্রি করা হয়েছে।

এছাড়াও ঢাকা রেশনিং দপ্তর এর মাধ্যমে ইনোভেশন এর আওতায় ঢাকা মহানগরের মতিঝিল ও আজিমপুরে ২টি বিক্রয় কেন্দ্রে বেসরকারি ময়দা মিলের ২ কেজির প্যাকেট আটা বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। এ পর্যন্ত বেসরকারি ময়দা মিলের (১,২৩,৫০০ টি প্যাকেট) ২৪৭ মে.টন প্যাকেট আটা বিক্রি করা হয়েছে।

### ৪.২.৭ এলইআই খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ

বাংলাদেশ চা-সংসদের আওতাভুক্ত চা-বাগানসমূহে কর্মরত গরিব ও দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে ওএমএস দরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৯,৬৮৮ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলইআই খাতে ২২ হাজার মে.টন গমের বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

### ৪.২.৮ অ-আর্থিক (Non-Monetized) খাতে বিতরণ

অ-আর্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অন্তর্ভুক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, টিআর, স্কুল ফিডিং অ-আর্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র মোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাতভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব নিম্নে দেখানো হলোঃ

**সারণি ১০: পিএফডিএস খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ**

হিসাবঃ মে.টনে

| | খাতসমূহ | সংশোধিত বাজেট | | | ০১ জুলাই'২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট বিতরণ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | চাল | গম | মোট | চাল | গম | মোট |
| আর্থিক খাত | বিশেষ জরুরি (ইপি) | ২২১,৬০৫ | ১৩৬,০৯৫ | ৩৫৭,৭০০ | ২১৬,৭২৩ | ১৩৩,৪৩৩ | ৩৫০,১৫৬ |
| | অন্যান্য জরুরি (ওপি) | ১৭,৫১৬ | ২,৫০৩ | ২০,০১৯ | ১৬,৪৭৬ | ২,৭৯০ | ১৯,২৬৭ |
| | এলইআই | ০ | ২১,০৮০ | ২১,০৮০ | ০ | ১৯,৬৮৮ | ১৯,৬৮৮ |
| | ওএমএস | ১৫০,০০০ | ৩৬০,০০০ | ৫১০,০০০ | ১২৭,৫৮৬ | ৩০১,৪২৬ | ৪২৯,০১২ |
| | খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি | ৭৬০,০০০ | ০ | ৭৬০,০০০ | ৭৪২,০০০ | ০ | ৭৪২,০০০ |
| | **উপ-মোট =** | **১,১৪৯,১২১** | **৫১৯,৬৭৮** | **১,৬৬৮,৭৯৯** | **১,১০২,৭৮৬** | **৪৫৭,৩৩৭** | **১,৫৬০,১২২** |
| অ-আর্থিক খাত | কাবিখা (ভূমি মন্ত্রণালয়-গুচ্ছগ্রাম) | ৩৪,৫০০ | ০ | ৩৪,৫০০ | ০ | ০ | ০ |
| | কাবিখা (আশ্রয়ণ প্রকল্প-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) | ০ | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ০ | ২৭,৯২৮ | ২৭,৯২৮ |
| | ভিজিডি (মহিলা অধিদপ্তর) | ৩৭৫,৮৪৮ | ০ | ৩৭৫,৮৪৮ | ৩৭৪,৩৭২ | ০ | ৩৭৪,৩৭২ |
| | জিআর | ৫২,১৩৫ | ০ | ৫২,১৩৫ | ৪৭,৩৯৭ | ০ | ৪৭,৩৯৭ |
| | ভিজিএফ (ত্রাণ মন্ত্রণালয়) | ১০৫,৩৬৮ | ০ | ১০৫,৩৬৮ | ১০০,৫০৮ | ৪,৯১৮ | ১০৫,৪২৭ |
| | ভিজিএফ (মৎস্য অধিদপ্তর) | ৯৬,৮৫৭ | ০ | ৯৬,৮৫৭ | ৯৬,২০৯ | ০ | ৯৬,২০৯ |
| | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (টিআর) | ৪৮,০০০ | ৩০,০০০ | ৭৮,০০০ | ৪৭,৯৫০ | ৩০,০০০ | ৭৭,৯৪৮ |
| | **উপ-মোট =** | **৭১২,৭০৮** | **৬০,০০০** | **৭৭২,৭০৮** | **৬৬৬,৪৩৭** | **৬২,৮৪৬** | **৭২৯,২৮১** |
| | **সর্বমোট =** | **১,৮৬১,৮২৯** | **৫৭৯,৬৭৮** | **২,৪৪১,৫০৭** | **১,৭৬৯,২২২** | **৫২০,১৮২** | **২,২৮৯,৪০৫** |

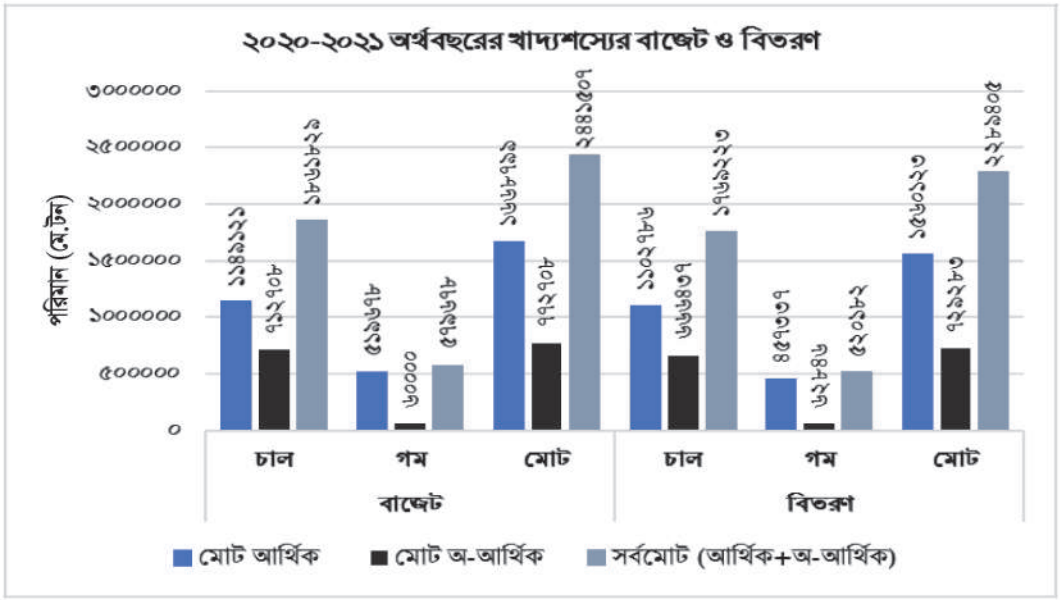


**লেখচিত্র ১৫: পিএফডিএস খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণের চিত্র**

## ৪.২.৯ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর

সুপরিকল্পিতভাবে ২০০৯-২০২১ সালে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ, বিলি-বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের চাল ও আটার মাস ভিত্তিক গড় বাজার মূল্য নিম্নে দেখানো হলোঃ

## ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর

হিসাবঃ টাকা/প্রতিকেজি

| মাসের নাম | চাল | আটা |
|---|---|---|
| জুলাই/২০২০ | ৩৭.৭২ | ২৫.১৯ |
| আগষ্ট/২০২০ | ৩৮.৬৩ | ২৫.১৫ |
| সেপ্টেম্বর/২০২০ | ৪০.৩৫ | ২৪.৯৬ |
| অক্টোবর/২০২০ | ৪২.৪১ | ২৫.২৭ |
| নভেম্বর/২০২০ | ৪১.৩০ | ২৪.৯১ |
| ডিসেম্বর/২০২০ | ৪২.৮১ | ২৫.২৭ |
| জানুয়ারি/২০২১ | ৪২.৭৬ | ২৫.১৫ |
| ফেব্রুয়ারি/২০২১ | ৪২.৬৮ | ২৫.০৭ |
| মার্চ/২০২১ | ৪৩.৬৯ | ২২.৬৪ |
| এপ্রিল/২০২১ | ৪৩.৮২ | ২৫.৯৬ |
| মে/২০২১ | ৪১.৪৮ | ২৫.১২ |
| জুন/২০২১ | ৪০.৮০ | ২৫.২৭ |

## ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দরের চিত্র

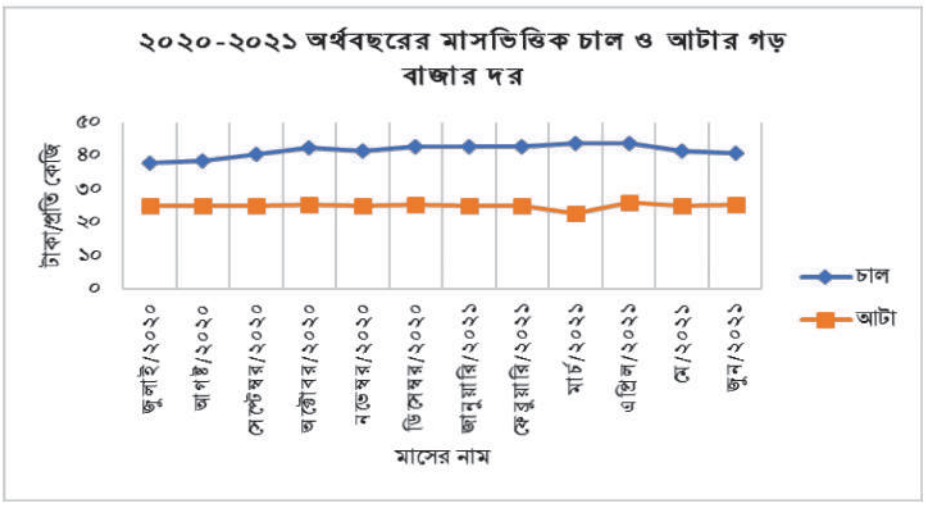


লেখচিত্র ১৬: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মাসভিত্তিক চাল ও আটার গড় বাজার দর

### ৪.২.১০ পুষ্টিচাল বিতরণ

এসডিজি এর ১৭টি লক্ষের মধ্যে ২ নম্বর লক্ষ্য SDG-2 (Zero Hunger) এর পুষ্টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG Target 2.1, 2.2) অর্জনে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠে (SDG) ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব/A Zero Hunger World by 2030. 'নো পোভারটি'ও 'জিরো হাঙ্গার' অর্জনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের অরক্ষিত (Vulnerable) অঞ্চলগুলোসহ চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিশুদের বামনতা ও ওজন স্বল্পতা হ্রাসের লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও দেশের জনসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিত করার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়নের জন্য বলা আছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১৬, ফলিক এসিড, আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে।

### ৪.২.১০.১ মুজিববর্ষে পুষ্টিচাল বিতরণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে (মুজিব বর্ষে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে মোট ১০০টি উপজেলায় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে ভিজিডি কর্মসূচিতে মোট ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩১/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত উভয় কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

### ৪.২.১০.২ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পুষ্টিচাল বিতরণ

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে (মার্চ/২০২১ পরবর্তী সময়ে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন আরও ৫০টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে সর্বমোট ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু দরপত্রের মাধ্যমে পুষ্টিচালের মিশ্রণ মিল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ১৫০টি স্থলে ১৪৭ টি উপজেলার জন্য মিল নির্বাচন করা সম্ভব হওয়ায় বর্তমানে ১৪৭টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ১৩টি উপজেলার মিশ্রণ মিল নির্বাচনের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান করা হবে। পুন:দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্রণ মিল নির্বাচন যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১৫০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে মাসিক কার্নেলের চাহিদা ৩২৩.০১৩ মে.টন (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে) এবং কার্নেল মিশ্রিত পুষ্টিচালের মাসিক চাহিদা ৩২,৩০১.৩০০ (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে) মে.টন।

অপরদিকে, ২০২১ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় অনুসারে ভিজিডি খাতে আরও নতুন ৭০টি উপজেলাসহ সর্বমোট ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু দরপত্রের মাধ্যমে পুষ্টিচালের মিশ্রণ মিল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ১৭০টি উপজেলার স্থলে ১৬৯ টি উপজেলার জন্য মিল নির্বাচিত হওয়ায় বর্তমানে ১৬৯ টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ০১ টি উপজেলার মিশ্রণ মিল নির্বাচনের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান করা হবে। পুন:দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্রণ মিল নির্বাচন যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে ভিজিডি কর্মসূচিতে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ভিজিডি খাতে মাসিক কার্নেলের চাহিদা ১২০.১১৪ মে.টন (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে) এবং কার্নেল মিশ্রিত পুষ্টিচালের মাসিক চাহিদা ১১,৯৯৬.৫০০ মে.টন (১৫০টি উপজেলার ক্ষেত্রে)।

## ৪.৩ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

### ৪.৩.১ অর্গানোগ্রাম

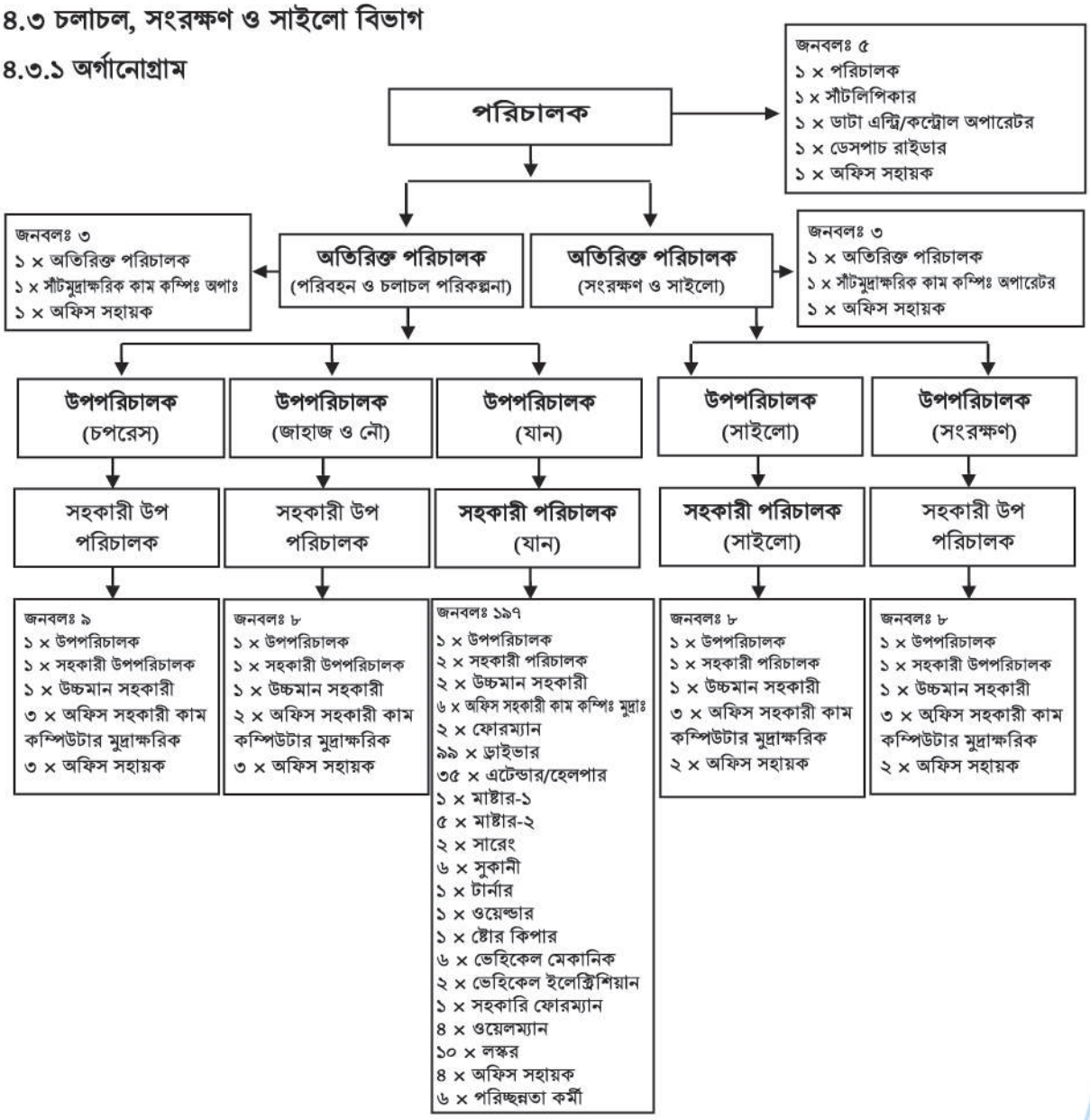

## ৪.৩.২ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ

সরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে মজুত ও সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলায় অভ্যন্তরীণভাবে জারিকৃত চলাচল সূচির আওতায় নিরাপদ স্থানান্তর করাই চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের প্রধান কাজ। খাদ্যশস্য মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলাসমূহ হতে খাদ্য ঘাটতি জেলাসমূহে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক এই বিভাগের মাধ্যমে চলাচলসূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

## ৪.৩.৩ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের মঞ্জুরীকৃত পদের তথ্য

| ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১. | পরিচালক | ১ | ১ | ০ |
| ২. | অতিরিক্ত পরিচালক | ২ | ২ | ০ |
| ৩. | উপপরিচালক | ৫ | ৩ | ২ |
| ৪. | সহকারী পরিচালক | ৩ | ১ | ২ |
| ৫. | সহকারী উপপরিচালক | ৫ | ৩ | ০ |
| ৬. | উচ্চমান সহকারী | ৬ | ৪ | ২ |
| ৭. | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১৭ | ০২ | ১৫ |
| ৮. | ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | ০ | ০ | ১ |
| ৯. | ফোরম্যান | ২ | ২ | ০ |
| ১০. | সহকারী ফোরম্যান | ১ | ১ | ০ |
| ১১. | ভি-মেকানিক | ৬ | ৫ | ১ |
| ১২. | ভি-ইলেক্ট্রিশিয়ান | ২ | ১ | ১ |
| ১৩. | স্টোর কিপার | ১ | ০ | ১ |
| ১৪. | গাড়িচালক | ৯৯ | ৪৫ | ৫৪ |
| ১৫. | সারেং | ২ | ১ | ১ |
| ১৬. | গাড়ী সহকারী/এটেন্ডার | ৩৫ | ১২ | ২৩ |
| ১৭. | অফিস সহায়ক | ১৫ | ০৪ | ১১ |
| ১৮. | ডেসপাস রাইডার | ১ | ১ | ০ |
| ১৯. | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ৬ | ৬ | ০ |

## ৪.৩.৪ খাদ্যশস্য পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য সারাদেশে মোট ২৪৯৩ জন বিভিন্ন শ্রেণির পরিবহণ ঠিকাদার কর্মরত আছেন। পরিবহণ ঠিকাদারগণের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী তথ্য নিম্নরূপঃ

### সারণি ১১: ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

| পর্যায় | মাধ্যম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| কেন্দ্রীয় | কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (সিআরটিসি) | ৫৯৬ |
| | রেলওয়ে পরিবহণ ঠিকাদার | ০৩ |
| | মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম | ০৮ |
| | মেজর ক্যারিয়ার, খুলনা | ২১ |
| | ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল) | ৮০ |
| | ডিবিসিসি, ঢাকা | ৫৪ |
| বিভাগীয় | ঢাকা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, ঢাকা) | ১১০ |
| | চট্টগ্রাম বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, চট্টগ্রাম) | ৪৬৯ |
| | রাজশাহী বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, রাজশাহী) | ৪০৩ |
| | খুলনা বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, খুলনা) | ২৬৭ |
| | বরিশাল বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (ডিআরটিসি, বরিশাল) | ০৩ |
| জেলা | অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার (আইআরটিসি) | ৪১৮ |
| | অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ ঠিকাদার (আইবিসিসি) | ৬১ |
| | মোট ঠিকাদারের সংখ্যা = | ২৪৯৩ |

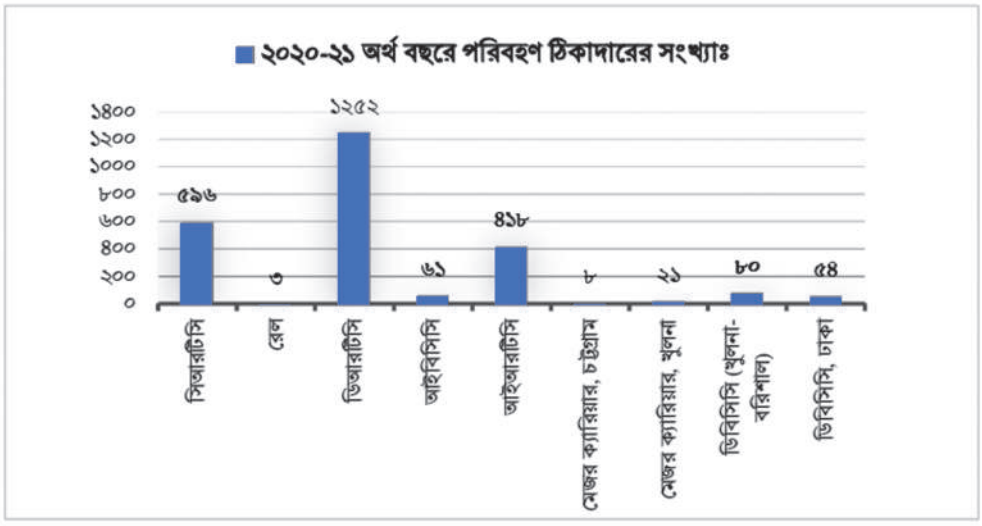


লেখচিত্র ১৭: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা

### ৪.৩.৫ খাদ্যশস্য পরিবহণ

**২০২০-২০২১ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ**

| পণ্য | রেল | সড়ক | নৌ | মোট (মে.টন) |
|---|---|---|---|---|
| চাল (মে.টন) | ২২০৩০ | ৬৮৩৭০৫ | ১৭৬৭৯৫ | ৮৮২৫৩০ |
| গম (মে.টন) | ৮৪২৯৬ | ২৬২৪৫৩ | ২৭৬০৫৫ | ৬২২৮০৪ |
| মোট (মে.টন) | ১০৬৩২৬ | ৯৪৬১৫৮ | ৪৫২৮৫০ | ১৫০৫৩৩৪ |
| পরিবহণের হার | **০৭.০৬%** | **৬২.৮৬%** | **৩০.০৮%** | **১০০%** |

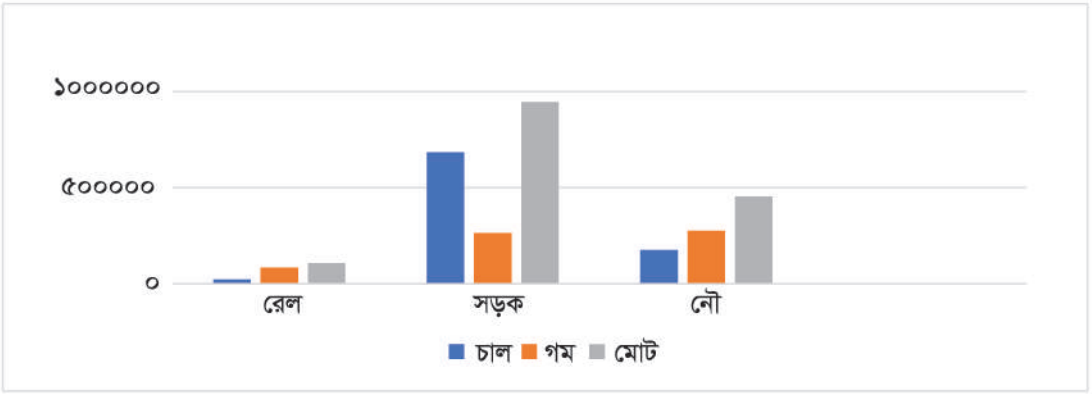


লেখচিত্র ১৮: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমান

### ৪.৩.৬ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বৈদেশিকভাবে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য

**সারণি ১২: চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য**

| ক্রঃনং | বন্দরের নাম | খালাসকৃত পণ্য | | মোট (মে.টন) |
|---|---|---|---|---|
| | | চাল (মে.টন) | গম (মে.টন) | |
| ০১ | চট্টগ্রাম | ৩,৭৮,৭৩১.৬৩৯ | ৩,৫২,২৩৩.৫১৯ | ৭,৩০,৯৬৫.১৫৮ |
| ০২ | মোংলা | ১,৮১,৬২২.৩২২ | ১,২৬,৪৬৯.২৯২ | ৩,০৮,০৯১.৬১৪ |
| | মোট= | ৫,৬০,৩৫৩.৯৬১ | ৪,৭৮,৭০২.৮১১ | ১০,৩৯,০৫৬.৭৭২ |

মোট আমদানিকৃত চালের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৬৭.৫৯ % ও মোংলা বন্দরে ৩২.৪১ % এবং গমের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৭৩.৫৮% ও মোংলা বন্দরে ২৬.৪২% খালাস হয়েছে। মোট খাদ্যশস্যের ৭০.৩৫% চট্টগ্রাম বন্দরে ও ২৯.৬৫% মোংলা বন্দরে খালাস হয়েছে।

### ৪.৩.৭ খাদ্যশস্য মজুত

০১ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখের খাদ্যশস্যের মজুত ছিল সর্বমোট ১১,১৯,৬০৯ মে.টন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্যের মজুত ছিল ১৪,৪৭,৭৯০ মে.টন (চৌদ্দ লাখ সাতচল্লিশ হাজার সাতশত নব্বই)। যার মধ্যে চাল ১০,১৮,২৯১ মে.টন, গম ২,৯৪,৩১০ মে.টন, ধান ১,৩৫,১৮৯ মে.টন (চাল আকারে) এবং সর্বনিম্ন মজুত ছিল ৪,৭৮,০৭৪ মে.টন (চার লাখ আটাত্তর হাজার চুয়াত্তর)। যার মধ্যে চাল ৩,৯৩,৪৯২ মে.টন ও গম ৮৩,০৩০ মে.টন ধান ১,৫৫২ মে.টন (চাল আকারে)।

**সারণি ১৩: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত বিবরণী**

| মাস | চাল (মে.টন) | গম (মে.টন) | ধান (চাল আকারে) | মোট (মে.টন) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| জুলাই/২০ | ৯৪৩৯৭৭ | ২৪৩০১৩ | ৬২৭০৭ | ১২৪৯৬৯৭ |
| আগাষ্ট/২০ | ১০৫৭০৮৫ | ২৩৪৪৭১ | ৫৫৯০৯ | ১৩৪৭৪৬৫ |
| সেপ্টেম্বর/২০ | ২৯৯৬৮ | ৯৬৬৮৫৭ | ৩১০৪৯৩ | ১৩০৭৩১৮ |
| অক্টোবর/২০ | ৭৫৮৪২২ | ২৮০১৭৩ | ৮০৮৯ | ১০৪৬৬৮৪ |
| নভেম্বর/২০ | ৫৪৮৭১৬ | ২৪১২১১ | ১৯৮১ | ৭৯১৯০৮ |
| ডিসেম্বর/২০ | ৫২৯৬৮৫ | ১৯৫৩৮৭ | ৫৫৯ | ৭২৫৬৩১ |
| জানুয়ারি/২১ | ৫১৯০৬১ | ১৪৬৭৮৫ | ৪০৭০ | ৬৬৯৯১৬ |
| ফেব্রুয়ারি/২১ | ৫২১০৪৪ | ১০৩৬১১ | ৩৯৯৯ | ৬২৮৬৫৩ |
| মার্চ/২১ | ৩৯৩৪৯২ | ৮৩০৩০ | ১৫৫২ | ৪৭৮০৭৪ |
| এপ্রিল/২১ | ২৮০৮৪৯ | ২৩৬৯৪৮ | ২৭৫ | ৫১৮০৭২ |
| মে/২১ | ৫৭০৮৮১ | ২৯৫২৩৭ | ৬৮০৩৩ | ৯৩৪১৫০ |
| জুন/২১ | ১০১৮২৯১ | ২৯৪৩১০ | ১৩৫১৮৯ | ১৪৪৭৭৯০ |

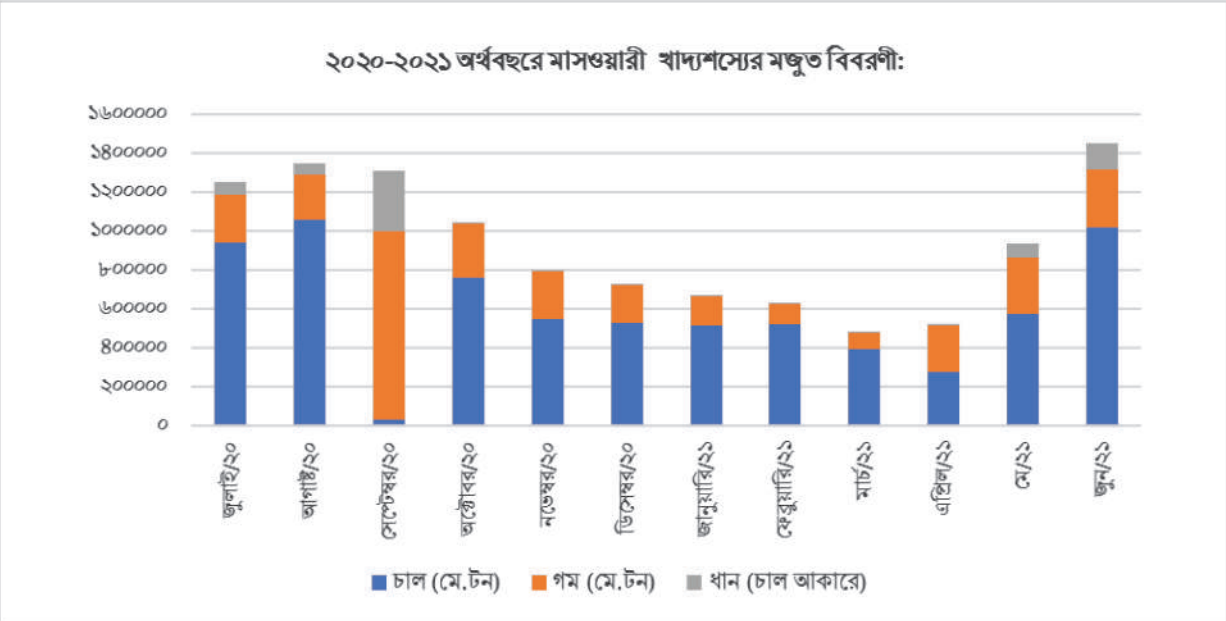


**লেখচিত্র ১৯: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত**

## ৪.৩.৮ গুদাম ভাড়া প্রদান

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (কক্সবাজার), প্রত্যাশা বাংলাদেশ, WFP, ACF, TCB সহ মোট ০৭(সাত)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট মাসিক রাজস্ব অর্জন-১,৫১,৫৫,১৫৮.৭৮ (এক কোটি একান্ন লাখ পঞ্চান্ন হাজার একশত আটান্ন টাকা আটাত্তর পয়সা) টাকা।

**সারণি ১৪: বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য**

(হিসাব মে.টনে)

| সংস্থার নাম | গুদামের সংখ্যা (টি) | ধারণক্ষমতা (মে. টন) |
|---|---|---|
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | ০৫ | ৪৫০০ |
| জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার) | ০৩ | ৩০০০ |
| বাংলাদেশ সেনাবাহিনী | ০২ | ২০০০ |
| প্রত্যাশা বাংলাদেশ | ০১ | ৫০০ |
| WFP | ০৮ | ৭০০০ |
| ACF | ০১ | ১,০০০ |
| TCB | ০৭ | ৪০০০ |
| মোট= | **২৭** | **২২,০০০** |

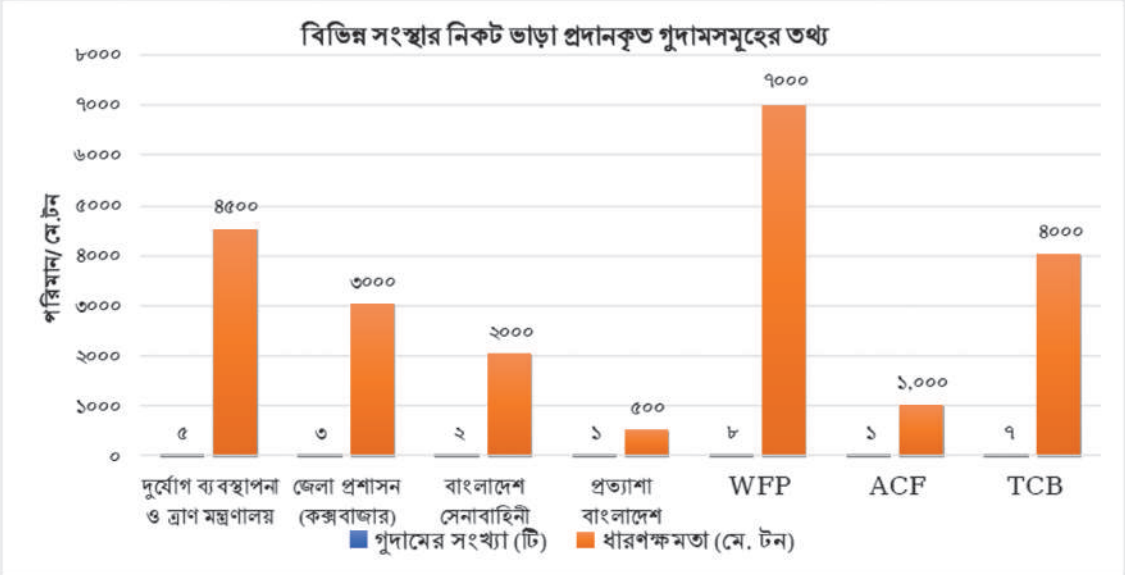


**লেখচিত্র ২০: বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য**

## ৪.৩.৯ রেল সাইডিং মেরামত

**২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম খাতে বরাদ্দকৃত স্থাপনাসমূহ**

| ক্রঃনং | সংস্থাপণের নাম | কাজের ধরণ | বাজেটের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ০১ | তেজগাঁও সিএসডি, ঢাকা | রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য | ৮,৫৫,০০,৪১৯.০৯ |
| ০২ | মুলাডুলি সিএসডি, পাবনা | | ৬,৬৭,৬২,৭৩৮.৫৪ |
| | | মোট= | ১৫,২২,৬৩,১৫৭.৬৩ |
| কথায়ঃ পনেরো কোটি বাইশ লাখ তেষট্টি হাজার একশত সাতান্ন টাকা তেষট্টি পয়সা মাত্র | | | |

### ৪.৩.১০ সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা

| ক্রমিক নং | স্থাপনা | কার্যকর স্থাপনার সংখ্যা | অকার্যকর স্থাপনার সংখ্যা | মোট স্থাপনার সংখ্যা | মোট ধারণ ক্ষমতা | মোট কার্যকরি ধারণ ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | এলএসডি | ৫৯৭ | ৩৮ | ৬৩৫ | ১৩১২২১৫ | ১২৩১৮৫০ |
| ২ | সিএসডি | ১২ | ০ | ১২ | ৫৩৬১০৪ | ৪৯০১৫২ |
| ৩ | সাইলো | ৫ | ১ | ৬ | ২৭৫৮০০ | ২৭৫০০০ |
| ৪ | ফ্লাওয়ার মিল | ১ | ০ | ১ | ১০০০০ | ১০০০০ |
| ৫ | ওয়্যারহাউজ | ১ | ০ | ১ | ২৫০০০ | ১৫০০০ |
| | মোট = | **৬১৬** | **৩৯** | **৬৫৫** | **২১৫৯১১৯** | **২০২২০০২** |

### ৪.৩.১১ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি

খাদ্য অধিদপ্তরের Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী পরামর্শক সংস্থা Technohaven Consortium কর্তৃক খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারির জন্য একটি Software প্রস্তুত করা করেছে। উক্ত *Least Cost Route Movement Programming and Stock in Transit* সফটওয়্যারের এর মাধ্যমে সড়ক, নৌ ও রেলপথে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারির পাইলটিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন ৬৬৬টি দপ্তরে মধ্যে ৫৩৯টি দপ্তরে এ সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে। সকল দপ্তরে এ সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে শতভাগ পথখাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ জানা সম্ভব হবে।

## ৪.৪ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ

### ৪.৪.১ অর্গানোগ্রাম

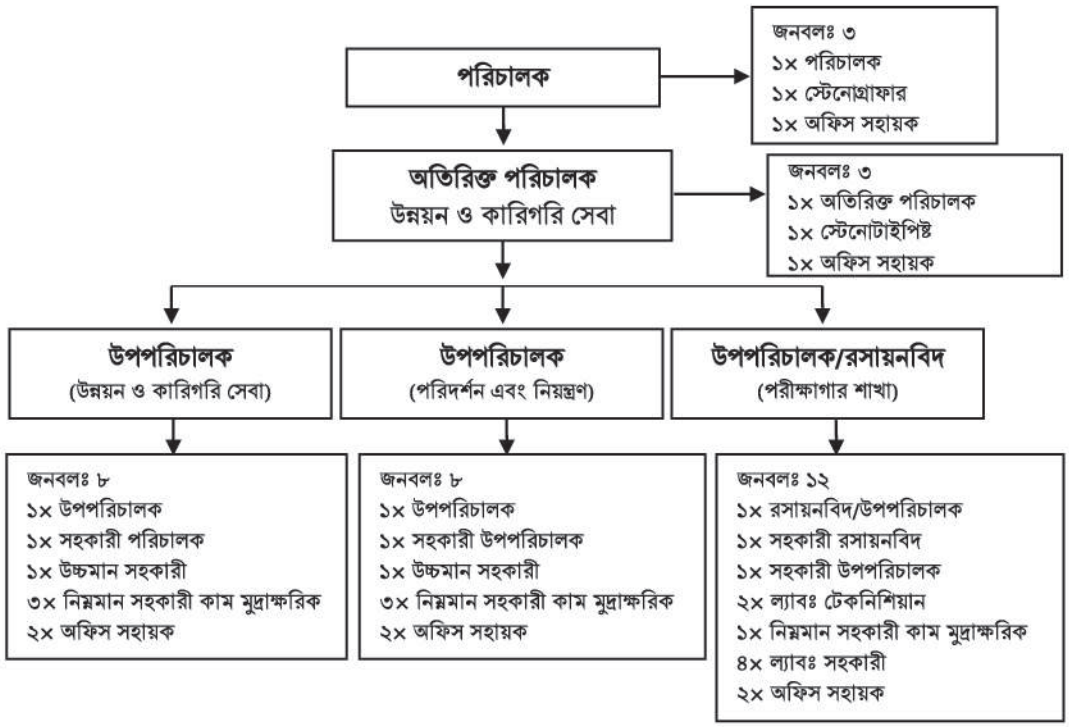

## ৪.৪.২ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা কার্যক্রম

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

### ৪.৪.২.১ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ১১৭০টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ১৬৬২টি সহ সর্বমোট ২৮৩২টি খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

### ৪.৪.২.২ ময়েশ্চার মিটার ক্রয়

খাদ্যশস্যের গুণগতমান পরীক্ষার নিমিত্ত খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে ব্যবহারের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর নিকট হতে ১,০০০ (এক হাজার)টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (Moisture Meter) সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত Moisture Meter হতে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে ৬৯০টি বিতরণ করা হয়েছে।

### ৪.৪.২.৩ গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সিএসডি ও এলএসডিতে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ধূমায়ন পদ্ধতিতে কীট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১০০০ (এক হাজার) পিস গ্যাসপ্রুফ শীট (জিপিশিট) সরবরাহের জন্য মেসার্স আল মদিনা ট্রেডার্স এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের ০৬/০২/২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১০০০ পিস জিপিশিট তেজগাঁও সিএসডিতে সরবরাহ করা হয়েছে। জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত ৯৬৫ পিস জিপিশিট মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৫ পিস জিপিসিট তেজগাঁও সিএসডিতে সংরক্ষিত আছে।

### ৪.৪.২.৪ আনলোডার ক্রয়

মোংলা সাইলো জেটিতে ঘন্টায় ২০০ মে. টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন Rail mounted mobile pneumatic Ship unloader ক্রয় এবং আশুগঞ্জ সাইলো জেটিতে ঘন্টায় ২০০ মে. টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন Stationary type pneumatic Ship unloader ক্রয় ও বিদ্যমান কনভেয়িং সিস্টেম Modification/Rehabilitation করার জন্য জেটি হতে হপার স্কেল পর্যন্ত কনভেয়ার ব্রীজ স্থাপন কাজটি বাস্তবায়নের জন্য গত ১০/০৬/২০২১ তারিখ Vigan Engineering, S.A, Rue de I'Industric 16, B-1400 Nivelles, E.C.Belgium এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

### ৪.৪.২.৫ যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন চট্টগ্রাম ও মোংলা সাইলোতে স্থাপিত Pneumatic Ship Unloader এর বিভিন্ন প্রকার (মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক, নিউমেটিক ও হাইড্রলিক) Spares parts ক্রয়/সংগ্রহের মাধ্যমে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২(দুই) বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ঠিকাদার কর্তৃক নিয়মিত সার্ভিসিং করার ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে আনলোডারের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে।

### ৪.৪.২.৬ কাঠের ডানেজ ক্রয়

গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২ মি.x১ মি. সাইজের ২০,০০০ (বিশ হাজার) পিস উন্নতমানের সিজনকৃত গর্জন কাঠের তৈরি ডানেজ প্রতি পিস ১০,১৩৬.২০ টাকা হিসেবে সর্বমোট ২০,২৭,২৪,০০০/- টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে সংগ্রহের জন্য গত ০৩/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ১৫,৫৮৫(পনেরো হাজার পাঁচশত পঁচাশি)পিস ডানেজ বিভিন্ন খাদ্য গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে।

### ৪.৪.২.৭ ডিজিটাল ওয়েব্রীজ এবং ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ক্রয়

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সাইলো, সিএসডি ও এলএসডি'তে ব্যবহারের জন্য ১০০০টি Digital Platform Scale (600 kg Capacity) এবং ১৮টি Digital Weigh Bridge Scale (60 MT Capacity) সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি. কে কার্যাদেশ প্রদানকৃত স্কেলসমূহ সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

## ৪.৫ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

### ৪.৫.১ অর্গানোগ্রাম

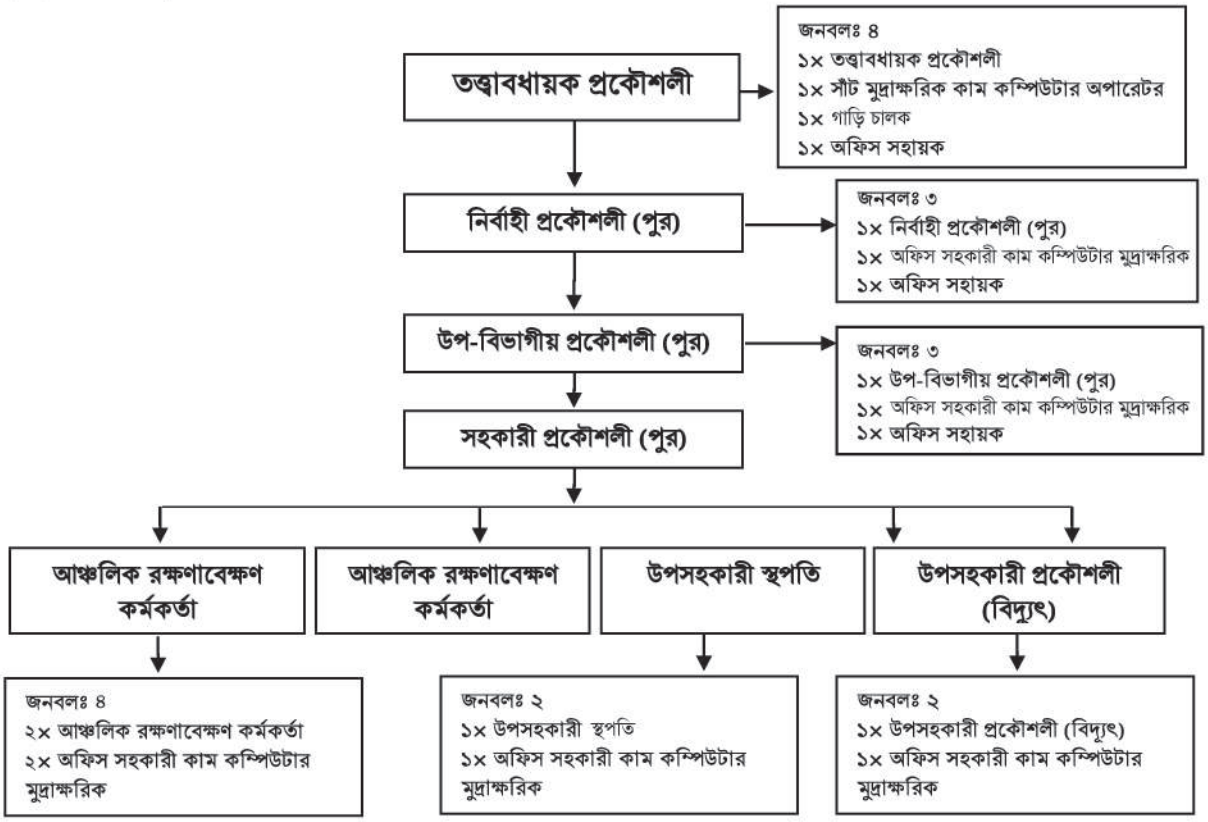


### ৪.৫.২ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের (খাদ্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের) জনবলের বর্তমান অবস্থা

| ক্রঃনং | পদের নাম | বেতন গ্রেড | মোট পদের সংখ্যা | শূন্যপদ |
|---|---|---|---|---|
| ১। | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী | ৪র্থ | ১ | - |
| ২। | নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) | ৫ম | ২ | - |
| ৩। | উপবিভাগীয় প্রকৌশলী | ৬ষ্ঠ | ৪ | ২ |
| ৪। | সহকারী প্রকৌশলী (পুর)/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী | ৯ম | ৮ | ৫ |
| ৫। | উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)/আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা | ১০ম | ১৮ | ৮ |
| ৬। | উপসহকারী স্থপতি | ১০ম | ১ | ১ |
| ৭। | উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ১০ম | ১ | ১ |
| ৮। | সীটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১৪তম | ১ | ১ |
| ৯। | গাড়ি চালক | ১৬তম | ৫ | ৫ |
| ১০। | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১৬তম | ৯ | ৯ |
| ১১। | অফিস সহায়ক | ২০তম | ৯ | ৯ |
| | | মোট= | ৫৯ | ৪১ |

### ৪.৫.৩ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের কার্যাবলি

১. খাদ্য বিভাগীয় বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের (বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের অফিস ভবন, সিএসডি, সাইলো, এলএসডি ইত্যাদি) নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন;

২. খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি, মাননিয়ন্ত্রণ, অর্থ ছাড় সংক্রান্ত বিষয়ে সকল প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতিমাসে ন্যূনতম ১ (এক)টি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভাকরন এবং সভায় চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো ডিজাইনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী/কনসালট্যান্টগনের দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করা;

৪. খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামোসমূহের ডিজাইন ম্যানুয়াল প্রণয়ন সহ ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া নির্ধারন/হালনাগাদকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. রাজস্ব বাজেটের আওতায় সকল নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারিগরি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন;

৬. পূর্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল ধরনের কারিগরি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭. পূর্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময়মত তহবিল ছাড়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৮. জাতীয় পর্যায়ে পূর্ত কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও অডিট করা;

৯. পূর্ত কার্যক্রমের জন্য সরকারি রাজস্ব বাজেট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের সমন্বয় সাধন করা;

১০. সমস্ত প্রি-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন কার্যাবলি যথাঃ প্রকল্প সার সংক্ষেপ পিসিপি, ডিপিপি এবং টিএপিপি প্রস্তুতকরত সময়মত প্রক্রিয়াকরণ করা;

১১. আইএমইডি রির্পোট প্রক্রিয়াকরণ করা;

১২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা;

১৩. মাসিক সমন্বয় ও এডিপি সভায় উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

১৪. পূর্ত কার্যক্রমের সাথে পরিবেশগত উপাদান সংশ্লিষ্ট করা;

১৫. কাজের গুণগত মান ও পরিমান নিশ্চিত করা;

১৬. সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধ করা;

১৭. পূর্ত কাজের ঠিকাদারদের লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন করা;

১৮. দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা;

১৯. বাস্তবায়িতব্য পূর্ত কাজের দরপত্র তপশিল প্রণয়ন করা;

২০. সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

## ৫.০ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতার উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ

### ৫.১ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তধীন ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে; যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

### ৫.১.১ প্রকল্পের নাম "সারা দেশের ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ"

বর্তমান সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে) প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলাধীন ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মে. টনের ৪৮টি ও ৫০০ মে.টনের ১১৪টি) নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০৯টি গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের জুন/২০২১ পর্যন্ত ৪৭টি গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

### ৫.১.২ প্রকল্পের নাম "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প"

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুত ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে [চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং খুলনা (মহেশ্বরপাশা)] মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ৩টি সাইলোর নির্মাণ কাজ চলমান আছে; জুন/২০২১ মাস পর্যন্ত যার ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৩.৮%। অবশিষ্ট ৫টি সাইলোর নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত বলবৎ আছে।

### ৫.১.৩ প্রকল্পের নাম "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ"

'সারাদেশে পুরাতন গুদাম মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় ৩,২১,২৫০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৫৫০টি গুদাম মেরামত, ১২টি অফিস, ৬টি বাসা, ১টি ডরমেটরি এবং ১টি রেস্ট হাউজ নতুন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৯৮টি গুদাম মেরামত করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে জুন/২০২১ পর্যন্ত ১৬৬টি গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

### ৫.১.৪ প্রকল্পের নাম "খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ"

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন চ্যানেলে পুষ্টি চাল বিতরণের লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্নেল উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে ৬ টি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (ভিটামিন-এ, বি-১, বি-১২, আয়রন, জিংক ও ফলিক এসিড) সমৃদ্ধ কার্নেল উৎপাদনের জন্য ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন স্থাপন করা হবে। ল্যাব ইকুপমেন্ট সরবরাহের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর অনুকূলে জুন/২০২১ মাসে NOA প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অফিস ভবন কাম-ল্যাবরেটরি, ফ্যাক্টরি ভবন ও গুদাম নির্মাণের জন্য ২৪/০৬/২০২১ তারিখে e-GP-তে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬৭৭.৮০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে)।

### ৫.১.৫ প্রকল্পের নাম "দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ"

প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩.০০ লক্ষ পিস হাউজহোল্ড সাইলো বিতরণ করা হবে। প্রতিটি সাইলোতে দুর্যোগকালীন ৪০ কেজি ধান কিংবা ৫৬ কেজি চাল অথবা ৭০ লিটার খাবার পানি সংরক্ষণ করা যাবে। ডিসেম্বর/২০২১ মাসের মধ্যে সকল সাইলো সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

### ৫.১.৬ প্রকল্পের নাম "দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প)"

সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাসহ প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার পাইলটিং আকারে ৩০টি সাইলো নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পটি গত ০৮/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

### ৫.১.৭ অননুমোদিত নতুন (পাইপলাইন) প্রকল্প

২০২০-২১ অর্থ বছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত অননুমোদিত নতুন (পাইপলাইন) প্রকল্প নিম্নরূপঃ

### ৫.১.৭.১ দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

প্রস্তাবিত প্রকল্পে আধুনিক সুবিধাদি (Automatic Airtight Godown Door, Exhaust Fan, Moisture Stabilizer, CC Camera) সংযোজনপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান আছে।

# ৬.০ হিসাব ও অর্থ বিভাগ

## ৬.১ অর্গানোগ্রাম

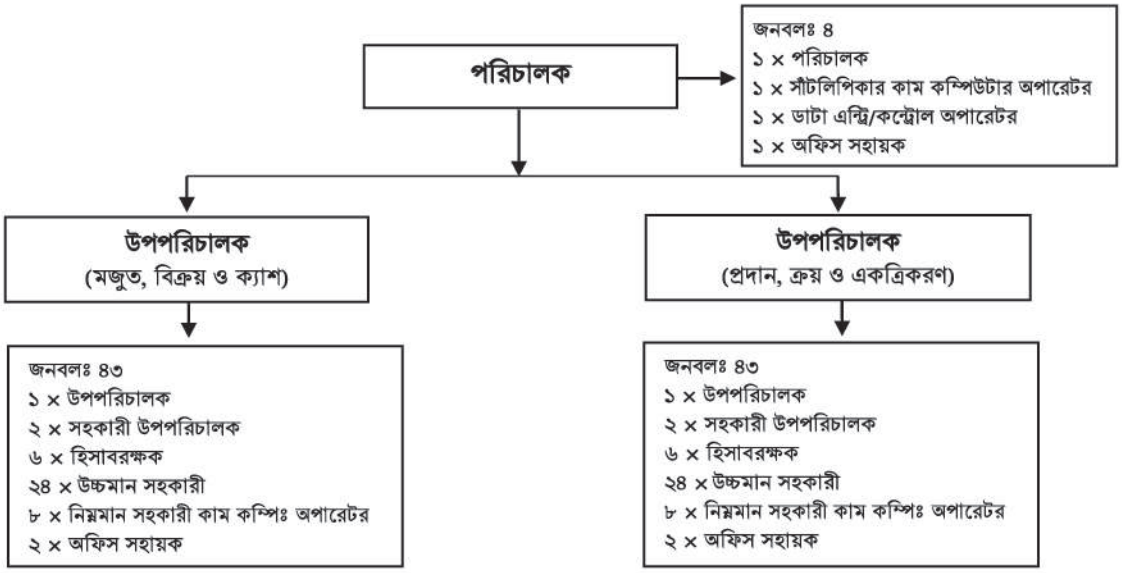


## ৬.২ বাজেট ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজন মাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

### ৬.২.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলোঃ

**সারণিঃ ১৫: ব্যয় বাজেট (২০২০-২১)** (হাজার টাকায়)

| খাতের বিবরণ | ২০২০-২০২০ | | |
|---|---|---|---|
| | মূল বাজেট | সংশোধিত বাজেট | প্রকৃত ব্যয় |
| খাদ্য অধিদপ্তর | | | |
| সাধারণ কার্যক্রম | ৫৮১,৫৪,০০ | ৫৪১,৪৬,৩১ | ৫৫০,১৪,৫৭ |
| বিশেষ কার্যক্রম | ১৮০১৯,৭৪,৩৩ | ১৬৩৮২,১৯,৩৬ | ১৩০৬৫,৫৬,৪২ |
| মোট পরিচালন কার্যক্রম | ১৮৬০১,২৮,৩৩ | ১৬৯২৩,৬৫,৬৭ | ১৩৬১৫,৭০,৯৯ |
| উন্নয়ন কার্যক্রম | ৫১১,২০,০০ | ৪০৫,৭৬,০০ | ২২৬,০৫,৬১ |
| মোট পরিচালন ও উন্নয়ন কার্যক্রম | ১৯১১২,৪৮,৩৩ | ১৭৩২৯,৪১,৬৭ | ১৩৮৪১,৭৬,৬০ |

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

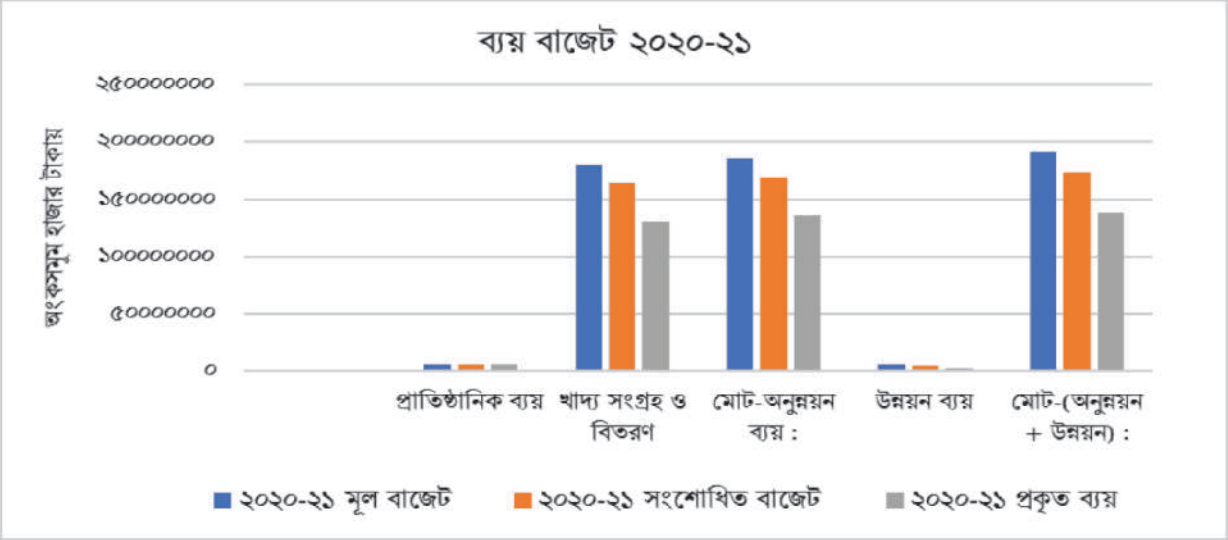


**লেখচিত্র ২১: ব্যয় বাজেটের তুলনামূলক চিত্র**

**সারণিঃ ১৬: প্রাপ্তি বাজেট (২০২০-২০২১)** (হাজার টাকায়)

| অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট | প্রাপ্তি বাজেট ২০২০-২১ | সংশোধিত প্রাপ্তির বাজেট ২০২০-২১ | প্রকৃত প্রাপ্তি ২০২০-২১ |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| খাদ্য অধিদপ্তর | ১৩২৬২,৯৫,৪৩ | ১০৫৬৮,৩৪,৪৩ | ১০০২১,০৫,৫২ |

উৎসঃ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

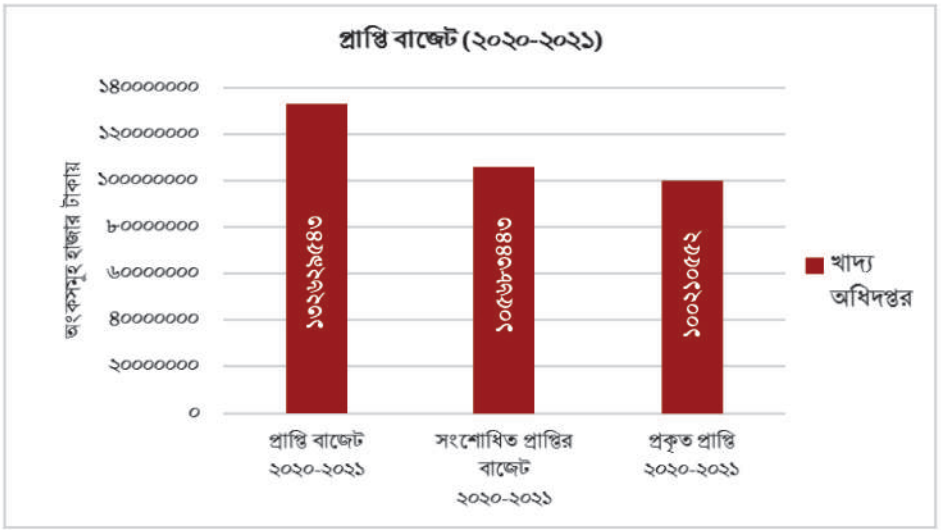


**লেখচিত্র ২২: প্রাপ্তি বাজেটের তুলনামূলক চিত্র**

## ৬.২.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২০-২১) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপ:

## সারণি-১৭ : খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০২০-২০২১)

| খাতের বিবরণ | বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত অর্জন | |
|---|---|---|---|---|
| | পরিমাণ (লাখ মে: টনে) | মূল্য (কোটি টাকায়) | পরিমাণ (লাখ মে: টনে) | মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়) |
| **সংগ্রহ** | | | | |
| খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি | ০ | ৩৮৪০.০০ | ০ | ৩৬২৪.৪১ |
| বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি | ০.০২ (চাল-০.০১ গম-০.০১) | ৬.৯১ | ০ | ০ |
| নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি | ১৫.৬৬ (চাল-১০.০০ গম-৫.৬৬) | ৬০১১.৬৩ | ১০.৫২ (চাল-৫.৭৩ গম-৪.৭৯) | ৩২৪২.৪৮ |
| অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ | ১৪.০১ (চাল-১৩.০১ গম-১.০০) | ৫২৯৯.০৪ | ১৫.৫৩ (চাল-১৪.৫০ গম-১.০৩) | ৫৩৩০.১৪ |
| পরিচালন ব্যয় | ০ | ১২২৪.৬২ | ০ | ৮৬৮.৫৩ |
| প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ০ | ৫৪১.৪৬ | ০ | ৫৫০.১৫ |
| মোট= | ২৯.৬৯ (চাল-২৩.০২ গম-৬.৬৭) | ১৬৯২৩.৬৬ | ২৬.০৫ (চাল-২০.২৩ গম-৫.৮২) | ১৩৬১৫.৭১ |
| **বিতরণ** | | | | |
| মোট নগদ বিক্রয় (চাল) | ১১.৪৯ | ১১৯৫.০০ | ১১.০৩ | ১১১৫.১৮ |
| মোট নগদ বিক্রয় (গম) | ৫.২০ | ৫৬৬.০০ | ৪.৫৭ | ৪৮৪.৫৯ |
| কাবিখা (চাল) | ০ | ০ | ০ | ০ |
| কাবিখা (গম) | ০.৩০ | ৯৪.৮১ | ০.২৮ | ৯৩.৯৭ |
| ভিজিএফ/ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (চাল) | ৭.১৩ | ৩৩১৭.০০ | ৬.৬৬ | ৩১৪৯.৫৫ |
| ভিজিএফ/ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (গম) | ০.৪১ | ১২৮.০০ | ০.৩৫ | ১১৭.৬৩ |
| ভর্তুকি | ০ | ৫২২৯.০০ | ০ | ৫০২৫.৬৮ |
| মোট= | ২৪.৫৩ | ১০৫২৯.৮১ | ২২.৮৯ | ৯৯৮৬.৬০ |

**উৎস:** হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

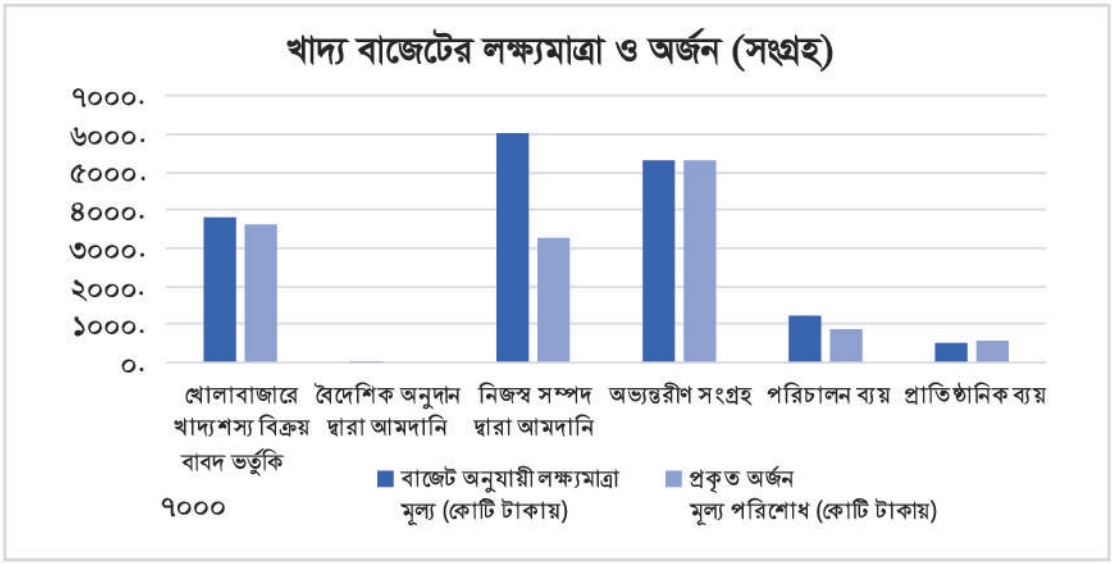


**লেখচিত্র ২৩: খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (সংগ্রহ)**

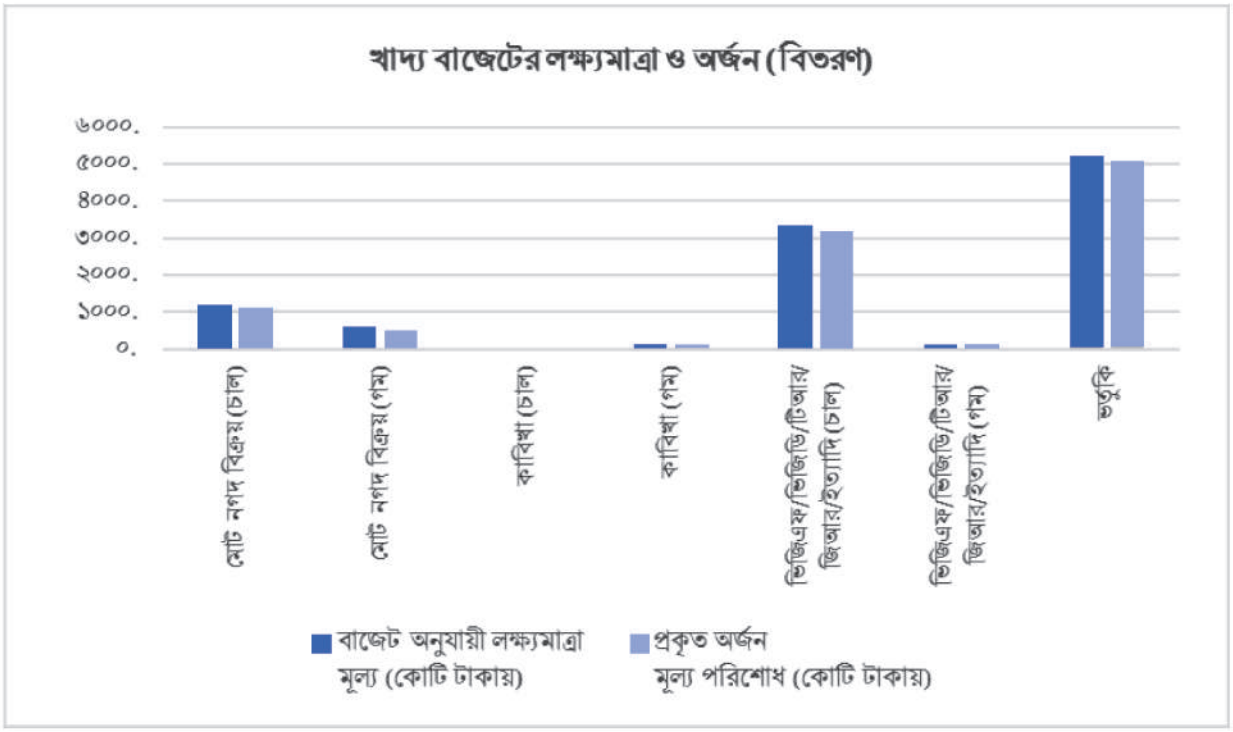


**লেখচিত্র ২৪: খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (বিতরণ)**

# ৭.০ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

## ৭.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের অর্গানোগ্রাম

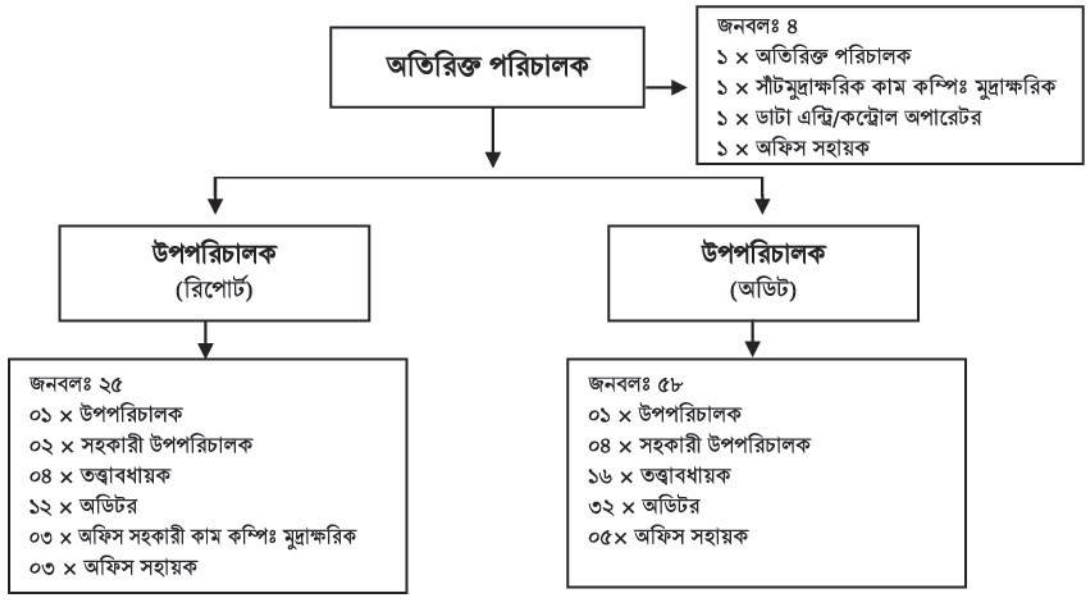


## ৭.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন , সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ বর্তমানে দুই ভাবে পরিচালিত হয় যথা- বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা।

## ৭.৩ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ২৯ জন। জনবল সংকটের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরে মাঠপর্যায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সুপারিনটেনডেন্ট ১ (এক) জন ও ২(দুই) জন অডিটর সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করার বিধান রয়েছে । কিন্তু ১১টি সুপারিনটেনডেন্ট ও ৩৭টি অডিটরের পদে কোন লোকবল না থাকায় প্রত্যাশিত মানের নিরীক্ষা দল গঠন ব্যাহত হচ্ছে। লোকবল সংকটের কারণে নিরীক্ষা দলকে অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

**সারণি-১৮ : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম**

| অর্থ বছর | মোট জেলার সংখ্যা | প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা | নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা | নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা | নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা | উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২০-২১ | ৬৪ | ০৭ | ১৭ | ৩২৪ | ৬৮৪ | ১৬.৫৪ |

**অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন**

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

| অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি | | ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি | | অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| পূর্ববর্তী বৎসরের জের ( জুলাই /২০) = ৪০১৭২<br>২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের সংযোজন = ৬৮৪ | ১০৯৯.২১<br>১৬.৫৪ | ৪২৩ | ১১৬০ | ৪৯.৭৯ | ৩৯৬৯৬ | ১০৬৫.৯৬ |
| মোট = ৪০৮৫৬ | ১১১৫.৭৫ | | | | | |

## ৭.৪ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি

রূপকল্প'২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management Software তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্নের কাজ চলছে। Audit Management Software এ ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোটঃ২৩৫৪৭ টি আপত্তি আপলোড সম্পন্ন হয়েছে।

**অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে বিভাগওয়ারী আপলোডের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো**

| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | আপলোড | | আপলোডকৃত মোট আপত্তি |
|---|---|---|---|---|
| | | নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি | অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তি | |
| ০১ | ঢাকা | ৪৪৬৬ | ৫০১০ | ৯৪৭৬ |
| ০২ | চট্টগ্রাম | ১১৯ | ১৪৩৭ | ১৫৫৬ |
| ০৩ | রাজশাহী | ৯৪৭ | ১৮৩২ | ২৭৭৯ |
| ০৪ | খুলনা | ২৫৮ | ১৯৮৯ | ২২৪৭ |
| ০৫ | বরিশাল | ৯০ | ৮৪৮ | ৯৩৮ |
| ০৬ | সিলেট | ১০৫৯ | ১৩১৮ | ২৩৭৭ |
| ০৭ | রংপুর | ১১২৯ | ৩০৪৫ | ৪১৭৪ |
| মোট | | ৮০৬৮ | ১৫৪৭৯ | ২৩৫৪৭ |

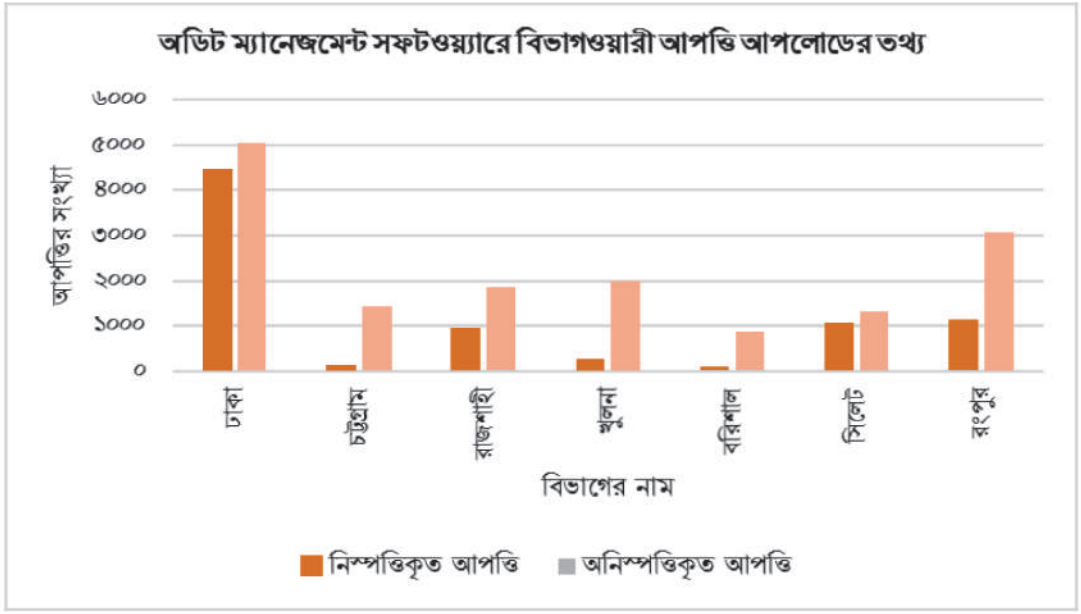


**লেখচিত্র ২৫: অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে বিভাগওয়ারী আপত্তি আপলোডের তথ্য**

## ৮.০ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ

### ৮.১ এমআইএসএন্ডএম বিভাগের অর্গানোগ্রাম

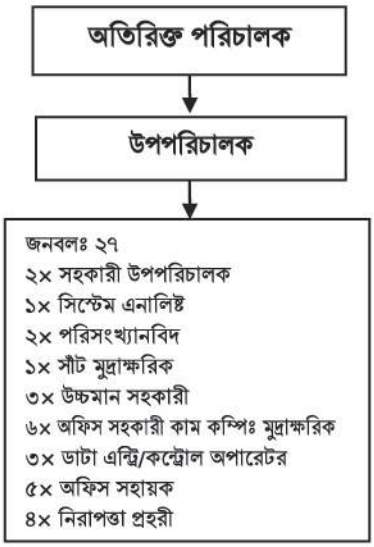


### ৮.২ এমআইএসএন্ডএম বিভাগের কার্যক্রম

খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, ধান ছাঁটাই, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে তার তথ্য রিপোর্ট আকারে প্রথমে উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরিত হয়। এর পর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর সমূহ প্রাপ্ত সকল প্রতিবেদন একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করে থাকে। আবার আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ তার অধীনস্ত সকল জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট অত্র এমআইএসএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এমআইএসএন্ডএম বিভাগ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করে থাকে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য সম্পর্কিত জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ/নীতি নির্ধারণ করে থাকে। তাই এই প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক গুরুত্ব বহন করে।

এমআইএসএন্ডএম (Management Information System & Monitoring) বিভাগ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেঃ

(১) দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
(২) সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ
(৩) মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন
(৪) বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়ন
(৫) কেন্দ্রীয় গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম তদারকিকরণ
(৬) খাদ্য বিভাগীয় বেসরকারি কল্যাণ তহবিল পরিচালনা
(৭) কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

### ৮.২.১ দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত দৈনিক কার্যক্রমের তথ্য উপজেলা থেকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে অত্র বিভাগে প্রাপ্ত হয়ে রাতে জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং পরের দিন সকাল ৯.৩০ ঘটিকার মধ্যে এর সঠিকতা যাচাই করে দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, দৈনিক প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্যসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এর নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

### ৮.২.২ সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ

খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিভিন্ন খাতে বিতরণ, মজুত, আমদানি, রপ্তানি, ওএমএস, বাজারদর প্রভৃতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক কার্যক্রমের তথ্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের মাধ্যমে সপ্তাহান্তে অত্র বিভাগ প্রাপ্ত হয়ে প্রতি রবিবার/সোমবার জাতীয় সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা এফপিএমইউসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

### ৮.২.৩ মাসিক প্রতিবেদন

সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের সমন্বয়ে ৩ (তিন)টি মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। তন্মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগের পিপিটি শাখায় প্রেরণ করা হয় এবং অন্য ২টি এফপিএমইউতে প্রেরণ করা হয়।

### ৮.২.৪ বিশেষ প্রতিবেদন

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ সময়ে সময়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। যেমন, সংগ্রহ বিভাগ অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ঐ বিভাগের তথ্যের সাথে মিলিকরণ করে সঠিকতা যাচাই করে। আবার হিসাব ও অর্থ বিভাগ, সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী তথ্য অত্র বিভাগ হতে সংগ্রহ করে থাকে।

উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যশস্যের হালনাগাদ মজুত, চ্যানেল ওয়াইজ বিতরণের তথ্য, সরকারি আমদানি, পরিবহণ, সংগ্রহের সর্বশেষ পরিস্থিতি, খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এবং স্টেক হোল্ডারদের (মিলার, ডিলার, পরিবহণ ঠিকাদার ইত্যাদি) করোনায় আক্রান্তের তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

### ৮.২.৫ কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল চিঠিপত্র গ্রহণ ও প্রেরণের কাজ সিডিইউ করে থাকে যা অত্র বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। চিঠিপত্রে ব্যবহৃত সার্ভিস স্ট্যাম্প ব্যবহারের হিসাবরক্ষণের কাজ ও এর ব্যবস্থাপনা এ দপ্তর করে থাকে। একজন সহকারী উপ-পরিচালক/সমমান কর্মকর্তা এই শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

### ৮.২.৬ খাদ্য বিভাগীয় বেসরকারি কল্যাণ তহবিল

খাদ্য অধিদপ্তরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি কল্যাণ তহবিল চালু আছে যা এমআইএসএন্ডএম বিভাগ পরিচালনা করে থাকে। উক্ত তহবিল খাদ্য বিভাগীয় প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট থেকে বাৎসরিক এক দিনের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করে তহবিলের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা রাখে। পদাধিকারবলে মহাপরিচালক (খাদ্য) উক্ত তহবিলের সভাপতি এবং পরিচালক, হিসাব ও অর্থ তহবিলের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকেন। চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ ও প্রমাণপত্রসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সহায়তার পরিমাণ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

### ৮.২.৭ কন্ট্রোল রুম

দেশের সংকটময় অবস্থায় (বন্যা, করোনা, ঘুর্নিঝড়) প্রশাসনিক নির্দেশে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয় যা অত্র বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। উক্ত কন্ট্রোল রুম শিফট আকারে কখনো ২৪ ঘন্টা, কখনো ১৬ ঘন্টা চালু থাকে। সারাদেশে কন্ট্রোলরুমের ফোন নম্বর দেওয়া থাকে যাতে করে মাঠ পর্যায় থেকে জরুরি ভিত্তিতে তথ্য কন্ট্রোলরুমে থেকে জানাতে পারে। কন্ট্রোলরুমে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে থাকে।

## ৯.০ বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা

### ৯.১ বাণিজ্যিক নিরীক্ষার কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে আনয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

## সারণি-১৯ : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম

| সংস্থা/দপ্তর | নিরীক্ষার ধরণ | পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/২০ এর প্রারম্ভিক স্থিতি) | | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নিরীক্ষার তথ্য | | | | সমাপনী জের (৩০/০৬/২১ এর সমাপনী স্থিতি) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আপত্তির সংখ্যা | জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা) | উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা | জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা) | আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা | জড়িত অথ্যের পরিমাণ (কোটি টাকা) | আপত্তির সংখ্যা | জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা) |
| খাদ্য অধিদপ্তর | বাণিজ্যিক নিরীক্ষা | ১৭,৫১৫ | ৪৬৪৮.১৪ | ৫০৫ | ৭৮১.০৭ | ৪২ | ২৮.৪৬ | ১৭,৯৭৮ | ৫৪০০.৭৫ |

## ৯.২ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য একটা মস্ত বড় বোঝা তৈরি করেছিল। কিন্তু অধিদপ্তরের অডিট অনুবিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে আসে প্রায় আঠারো হাজারে। এই প্রায় আঠারো হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অনুবিভাগ নিম্নোক্ত কাজ করে যাচ্ছে।

- দ্বি পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধি
- ত্রি পক্ষীয় সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি
- মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক ও জবাব লিখনের জন্য সভা আয়োজন
- প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- অডিট অধিদপ্তরের সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন

## ৯.৩ দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি

### দ্বিপক্ষীয় সভা

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন সতেরো হাজার নয়শত আটাত্তরটি আপত্তির মধ্যে ১৩,৭৬৬টি আপত্তিই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশিট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অডিট অধিদপ্তর হতে প্রতিনিধি না পাওয়ায় দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ৮টি বিভাগে ৮ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে দ্বি-পক্ষীয় অডিট কমিটি নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ অনুচ্ছেদভুক্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখছে।

## সারণি-২০ : খাদ্য অধিদপ্তরের দ্বি-পক্ষীয় সভায় ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী

| সংস্থা/দপ্তর | নিরীক্ষার ধরন | দ্বিপক্ষীয় সভার তথ্য | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সভা | ২০২০-২১ অর্থ বছরের সভা | ২০১৯-২০ আলোচিত আপত্তি | ২০২০-২১ আলোচিত আপত্তি | ২০১৯-২০ সুপারিশকৃত আপত্তি | ২০২০-২১ সুপারিশকৃত আপত্তি |
| খাদ্য অধিদপ্তর | বাণিজ্যিক নিরীক্ষা | ৩৫ | ০ | ৭৮০ | ০ | ৬৪৮ | ০ |

### ত্রিপক্ষীয় সভা

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে) নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি (অগ্রিম ও খসড়া) নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এতদপৃষ্ঠায় লেখচিত্রে তা উপস্থাপন করা হলো।

**সারণি-২১ : খাদ্য অধিদপ্তরের ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০১৯-২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী**

| সংস্থা/দপ্তর | নিরীক্ষার ধরণ | ত্রিপক্ষীয় সভার তথ্য | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সভা | ২০২০-২১ অর্থ বছরের সভা | ২০১৯-২০ আলোচিত আপত্তি | ২০২০-২১ আলোচিত আপত্তি | ২০১৯-২০ সুপারিশকৃত আপত্তি | ২০২০-২১ সুপারিশকৃত আপত্তি |
| খাদ্য অধিদপ্তর | বাণিজ্যিক নিরীক্ষা | ১৩ | ১২ | ২৬৩ | ৩৯৪ | ২০২ | ২৬৫ |

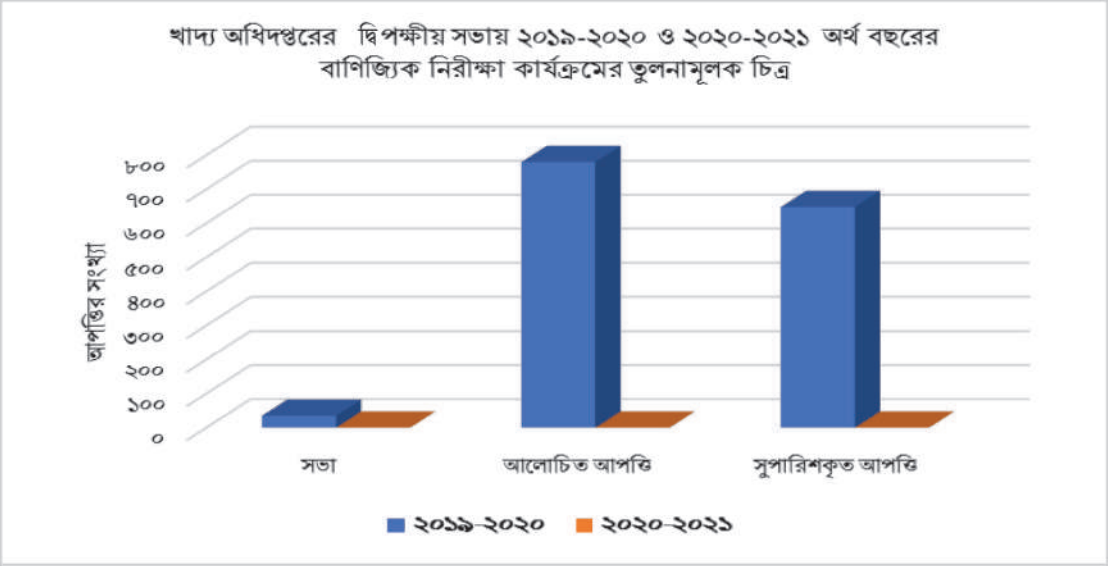


**লেখচিত্র ২৬: দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০১৯-২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র**

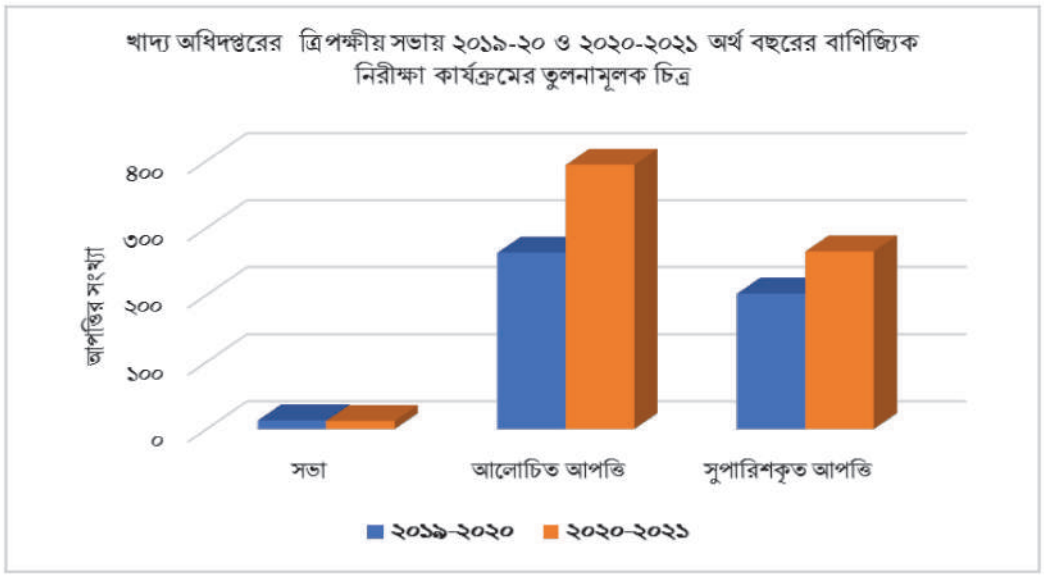


**লেখচিত্র ২৭: ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০১৯-২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র**

# ১০.০ আইসিটি কার্যক্রম

## ১০.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের অর্গানোগ্রাম

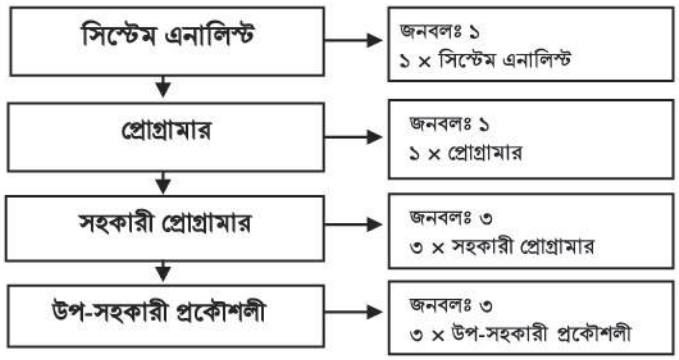


## ১০.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

### বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

খাদ্য অধিদপ্তরে আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প হতেআইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে ৮টি বিভাগে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ২৬০৫ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

### ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহ কার্যক্রম

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহের অন-লাইনভিত্তিক সফটওয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে যা বোরো '২১ মৌসুমে নতুন ১৬টি উপজেলা সহ মোট ৩৪টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় চাল সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

### অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ)

খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য অন-লাইন অডিট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে যা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। মে/২০২১ পর্যন্ত অডিট (অভ্যন্তরীণ) সফটওয়্যারে সর্বমোট ৪০,৮৫৬টি আপত্তির মধ্যে ২১,৩৭৭টি আপত্তি এন্ট্রি করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবায়িত হলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে এবং দ্রুততর সময়ে অভ্যন্তরীণ অডিট নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

### তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

২০২১ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য ব্যবস্থাপনা আরো গতিশীল, সুদৃঢ়, স্বচ্ছ ও জবাবদিহির আওতায় আনার নিমিত্ত খাদ্য বিভাগের সকল স্থাপনায় কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন; তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী জনবল গড়ে তোলা; খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর; দ্রুত সেবা প্রদান; দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ প্রভৃতি। ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ ও সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য বেক্সিমকো এলায়েন্সের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

### Movement Programming Software (Least Cost Route)

খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের আওতায় Movement Programming Software প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়্যারটির মাঠ-পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান আছে। এ পর্যন্ত ৫৩৯ টি স্থাপনায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

### খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট

খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.dgfood.gov.bd (ডিজিফুড.বাংলা) জাতীয় ওয়েব-পোর্টালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দরপত্র, খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, NOC ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সেবা বক্সের মাধ্যমে সহজেই সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

চিত্র-১: খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট।

## ১০.৩ ইনোভেশন কার্যক্রম

খাদ্য অধিদপ্তর সেবা প্রদান পদ্ধতিকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সৃজনশীল সমাধান পরিকল্পনা, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও দলীয় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

**খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং চলমান উদ্যোগসমূহের তালিকাঃ**

| ক্রমিক নং | উদ্যোগ সমূহ | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ১ | কৃষকের অ্যাপ | "কৃষকের অ্যাপ" এর মাধ্যমে বোরো'২১ মৌসুমে ২১০টি উপজেলায় ধান সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। |
| ২ | ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা | বোরো '২১ মৌসুমে নতুন ১৬টি উপজেলা সহ মোট ৩৪টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় চাল সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। |
| ৩ | চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় | বোরো '২১ মৌসুমে নতুন ১৬টি উপজেলা সহ মোট ৩৪টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা চাল সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ঐ সকল উপজেলায় চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। |
| ৪ | খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান | সহজিকরণ আইডিয়াটি দেশব্যাপী রেপ্লিকেশনের উদ্যেগ নেওয়া হয় এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের ১৬/১১/২০২০ তারিখের ৩২৮নং স্মারকে পরিপত্র জারি করা হয়। |
| ৫ | এলএসডি/ সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে 'বিতরণকৃত' সিল প্রদান | ইনোভেশন আইডিয়াটি দেশব্যাপী রেপ্লিকেশনের উদ্যেগ নেওয়া হয় এবং চসসা বিভাগের ২০/০৮/২০২০ তারিখের ৪নং স্মারকে পরিপত্র জারি করা হয়। |
| ৬ | অব্যবহৃত এনালগ ট্রাকস্কেলকে ডিজিটাল ট্রাকস্কেলে রূপান্তরপূর্বক সঠিক ওজন ব্যবস্থাপনা | ইনোভেশন উদ্যেগটি ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশব্যাপী রেপ্লিকেশনের উদ্যেগ নেওয়া হচ্ছে। |
| ৭ | ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনা | ইনোভেশন উদ্যেগটি ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশব্যাপী রেপ্লিকেশনের জন্য ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনার খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। |

## ১১.০ "১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প এর হালনাগাদ তথ্য

| ক্রঃ নং | বিষয় | বিবরণ |
|---|---|---|
| ১। | প্রকল্পের নাম | **১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প** |
| ২। | উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | খাদ্য মন্ত্রণালয় |
| ৩। | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | খাদ্য অধিদপ্তর |
| ৪। | প্রকল্প পরিচালক | জনাব এফ. এম মিজানুর রহমান |
| ৫। | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | ক) খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান খাদ্য মজুদের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ<br>খ) খাদ্য নিরাপত্তার নেট উন্নতকরণ<br>গ) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের উৎসাহ প্রদাণ করা<br>ঘ) খাদ্য মজুদ সংরক্ষন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ |
| ৬। | ডিপিপি অনুমোদনের তারিখ | ২৬/১১/২০১৩ (একনেক কর্তৃক ২৯/১০/২০১৩ তারিখ অনুমোদিত হয়) |
| ৭। | প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর তারিখ | ০১/০১/২০১৪ |
| ৮। | প্রকল্পের মেয়াদকাল | জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত |
| ৯। | প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় (ডিপিপি মূল্য) | ক) মূল ডিপিপি মূল্য-৩৬৮৮০.৪৭ লক্ষ টাকা<br>(খ) ১ম সংশোধিত ডিপিপি মূল্য-৪০০৯১.০০ লক্ষ টাকা<br>(গ) ২য় সংশোধিত ডিপিপি মূল্য-৩৯৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা। |
| ১০। | নির্মাণাধীন খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য স্থাপনার বিবরণ | মোট গুদামের সংখ্যা- ১৬২টি<br>(ক) ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার গুদাম সংখ্যা- ৪৮ টি;<br>(খ) ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার গুদাম সংখ্যা - ১১৪টি<br>(গ) মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলায় ০২টি অফিস বিল্ডিং।<br>(ঘ) আশুগঞ্জ সাইলোতে ০১টি রেস্ট হাউজ নির্মাণ।<br>(ঙ) ১৭৬৪০ পিস গর্জন কাঠের ডানেজ সংগ্রহ। |
| ১১। | প্রকল্প এলাকা | জেলা- ৫২টি, উপজেলা-১৩১টি, সাইট-১৩২টি (পূর্বের: জেলা-৪২,উপজেলা-৯২ এবং সাইট-৯৭) |
| ১২। | পরামর্শক সংস্থা | স্থপতি সংসদ লিঃ |

### ১১.১ ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

| অর্থবছর | বরাদ্দ | | | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | মূলধন | রাজস্ব | মোট বরাদ্দ | মূলধন | রাজস্ব | মোট বরাদ্দ |
| ২০১৩-১৪ | ১২৮.৩৫ | ৮২.৩৫ | ২১০.৭০ | ৭৭.৯১ | ১৯.৩৩ | ৯৭.২৪ |
| ২০১৪-১৫ | ৭২.৮৭ | ২৪১.২৩ | ৩১৪.১০ | ৭২.৬৭ | ১৫২.২৩ | ২২৪.৯০ |
| ২০১৫-১৬ | ২৪৪৩.০০ | ১০০০.০০ | ৩৪৪৩.০০ | ১৬৫৬.৩১ | ৩৪২.৫৪ | ১৯৯৮.৮৫ |
| ২০১৬-১৭ | ৮২০০.০০ | ৩৩৫.০০ | ৮৫৩৫.০০ | ৫০২০.১৬ | ২৪৩.৯৮ | ৫২৬৪.১৫ |
| ২০১৭-১৮ | ৯৫৮৪.০০ | ৪১৬.০০ | ১০০০০.০০ | ৯৫৭৪.৬৭ | ৩৩২.৫৬ | ৯৯০৭.২৪ |
| ২০১৮-১৯ | ১১৫৭৩.০০ | ৫০০.০০ | ১২০৭৩.০০ | ১১৫৪৪.৭২ | ৩৬৪.৫৩ | ১১৯০৯.২৫ |
| ২০১৯-২০ | ৬০২৭.৬২ | ৫৪৩.৩৮ | ৬৫৭১.০০ | ৩৪২৫.৯৩ | ২৪১.৫৫ | ৩৬৬৭.৪৮ |
| ২০২০-২১ | ৪৬৫৬.৭৫ | ১৮২.০০ | ৪৮৩৮.৭৫ | ৩৭০৩.৯৯ | ১১৪.৩৭ | ৩৮১৮.৩৬ |

### ১১.২ মোট গুদামের সংখ্যা

| বিভাগের নাম | ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন | ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন | মোট |
|---|---|---|---|
| ঢাকা বিভাগ | ৮টি | ১৬টি | ২৪টি |
| রাজশাহী বিভাগ | ৪টি | ১৫টি | ১৯টি |
| রংপুর বিভাগ | ১০টি | ১২টি | ২২টি |
| খুলনা বিভাগ | ১০টি | ২৩টি | ৩৩টি |
| বরিশাল বিভাগ | ১টি | ৪টি | ৫টি |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | ১২টি | ১৫টি | ২৭টি |
| সিলেট বিভাগ | ৩টি | ২৯টি | ৩২টি |
| মোট খাদ্য গুদাম= | ৪৮টি | ১১৪টি | ১৬২টি |

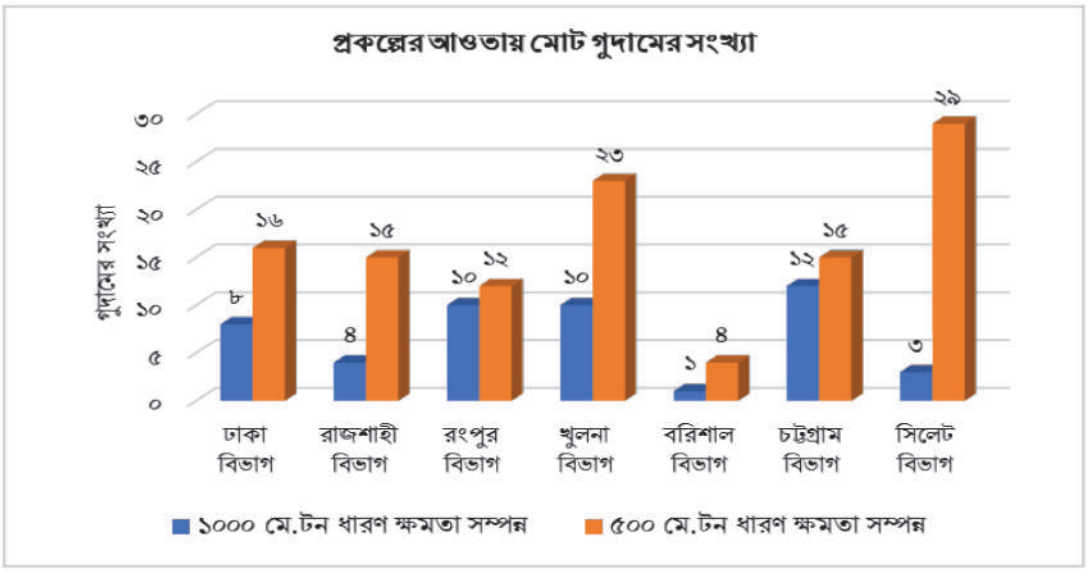


**লেখচিত্র ২৮: ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পে বিভাগওয়ারী বরাদ্দকৃত গুদামের সংখ্যা**

## ১১.৩ মোট হস্তান্তরিত গুদামের সংখ্যা

| বিভাগের নাম | ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন | ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন | মোট |
|---|---|---|---|
| ঢাকা বিভাগ | ৭টি | ১৬টি | ২৩টি |
| রাজশাহী বিভাগ | ৩টি | ১৩টি | ১৬টি |
| রংপুর বিভাগ | ১০টি | ১২টি | ২২টি |
| খুলনা বিভাগ | ৯টি | ২১টি | ৩০টি |
| বরিশাল বিভাগ | ১টি | ৩টি | ৪টি |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | ৮টি | ১১টি | ১৯টি |
| সিলেট বিভাগ | ২টি | ২৯টি | ৩১টি |
| মোট খাদ্য গুদাম= | ৪০টি | ১০৫টি | ১৪৫টি |

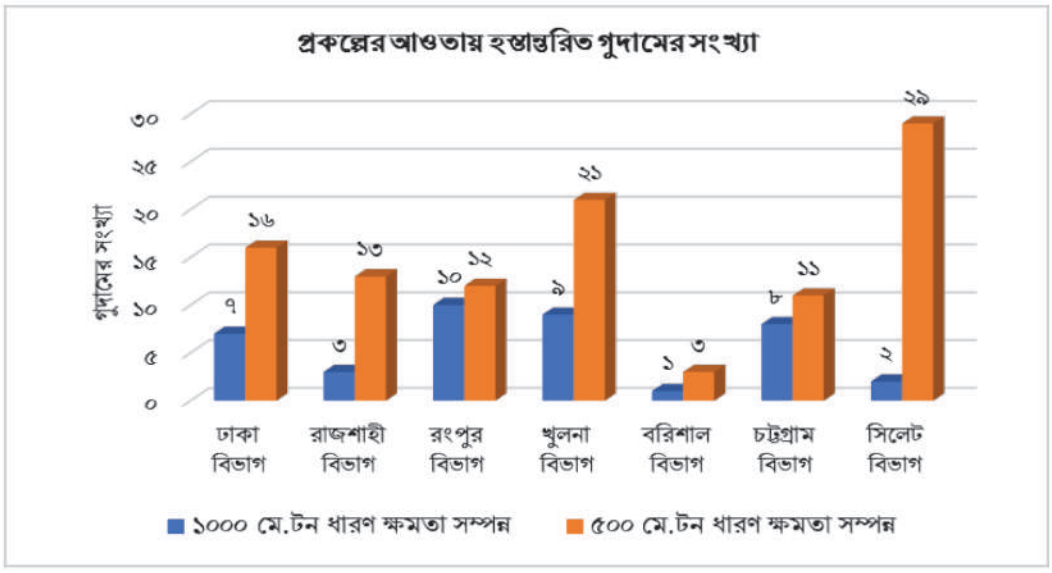


**লেখচিত্র ২৯: ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পে বিভাগওয়ারী হস্তান্তরিত গুদামের সংখ্যা**

## ১১.৪ প্রক্রিয়াধীন গুদামের সংখ্যা

| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলার নাম | এলএসডি/সিএসডি | ১০০০ মে.টন | ৫০০ মে.টন | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | ঢাকা বিভাগ | ফরিদপুর | মধুখালী | মধুখালী এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ২। | রাজশাহী বিভাগ | বগুড়া | সোনাতলা | হরিখালী এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৩। | | সিরাজগঞ্জ | কাজীপুর | কাজীপুর এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৪। | | পাবনা | ফরিদপুর | ফরিদপুর এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৫। | খুলনা বিভাগ | মাগুরা | শ্রীপুর | শ্রীপুর এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৬। | | বাগেরহাট | চিতলমারী | চিতলমারী এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৭। | | চুয়াডাঙ্গা | দর্শনা | দর্শনা এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৮। | বরিশাল বিভাগ | পিরোজপুর | মঠবাড়ীয়া | মঠবাড়ীয়া এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৯। | চট্টগ্রাম বিভাগ | কক্সবাজার | কুতুবদিয়া | বড়ঘোপ এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ১০। | | চট্টগ্রাম | পটিয়া | পটিয়া এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ১১। | সিলেট বিভাগ | সুনামগঞ্জ | দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| | | | | মোট= | ৪টি | ৭টি | ১১টি |

## ১১.৫ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ১৬২টি খাদ্য গুদামের মধ্যে ১,০২,৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১৫৯টি (১০০০ মে.টনের ৪৬টি এবং ৫০০ মে.টনের ১১৩টি) খাদ্য গুদামের ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি ৯২৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১৪৫টি (১০০০ মে.টনের ৪০টি এবং ৫০০ মে.টনের ১০৫টি) খাদ্য গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে।
- বর্তমানে ৭৫০০ মে.টনের ১১টি (১০০০ মে.টনের ৪টি এবং ৫০০ মে.টনের ০৭টি) খাদ্য গুদাম হস্তান্তরের জন্য পক্রিয়াধীণ আছে।
- ঝিনাইদহ ও মাগুড়া জেলায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের ০২টি অফিস ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে।
- বি-বাড়ীয়া জেলার আশুগঞ্জ সাইলোতে ০১টি রেস্ট হাউজটি হস্তান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীণ।
- চট্টগ্রাম জেলার রাউজান এলএসডির জমি বুঝে না পাওয়ায় ৫০০ মে.টনের ০১টি গুদাম নির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।
- প্যাকেজ ডব্লিউডি-২৮ এর আওতায় নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও চাদপুর জেলার হাইমচরের ০২টি ১০০০ মে.টন খাদ্য গুদামের ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়নি। অপর ০৩টি (কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর এলএসডির ১টি ১০০০ মে.টন, চাদপুর জেলার কচুয়া এলএসডির ০১টি ১০০০ মে.টন এবং লক্ষীপুর জেলার সদর এলএসডির ১টি ৫০০ মে.টন) খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন হওয়ার পরে বর্তমানে বন্ধ আছে। ইতোমধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে এবং ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৩৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৭৫টি((১০০০ মে.টনের ১২টি এবং ৫০০ মে.টনের ৬৩টি) খাদ্য গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ২৩০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৩৪টি (১০০০ মে.টনের ১২টি এবং ৫০০ মে.টনের ২২টি) খাদ্য গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০শে জুন,২০২১ পর্যন্ত ৩৩৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৪৭টি (১০০০ মে.টনের ২০টি এবং ৫০০ মে.টনের ২৭টি) খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন যা মধ্যে ৩৬টি (১০০০ মে.টনের ১৬টি এবং ৫০০ মে.টনের ২০টি) হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১১টি (১০০০ মে.টনের ৪টি এবং ৫০০ মে.টনের ০৭টি) হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে।
- হাওড় এলাকায় ২৫০০০ মে.টনের মোট ৪৩টি (৫০০ মে.টনের ৩৬টি এবং ১০০০ মে.টনের ০৭টি) খাদ্য গুদামের মধ্যে মোট ২৪০০০ মে.টনের ৪২টি খাদ্য গুদাম (৫০০ মে.টনের ৩৬টি =১৮০০০ মে.টন এবং ১০০০ মে.টনের ০৬টি =৬০০০ মে.টন) হস্তান্তর করা হয়েছে। দক্ষিন সুনামগঞ্জে ১০০০ মে.টনের ০১টি গুদাম হস্তান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীণ।
- জুলাই ২০১৩ হতে ৩০শে জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯৬% এবং আর্থিক ৯৩.১৮%।

## ১২.০ আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য শস্যের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৫শ' মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক ষ্টীল সাইলো নির্মাণ; বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খাদ্যশস্যের নিরাপদ মজুদ নিশ্চিতকরণ; খাদ্যশস্যের গুণগতমাণ ও পুষ্টিমান বজায় রাখার লক্ষ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তির অভিযোজন এবং সর্বোপরি পরিমাণ ও গুণগত মজুদ ঘাটতি হ্রাস করা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সুসাশন নিশ্চিতরণ। প্রকল্পটি সর্বমোট ৩৫৬৮.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী/২০১৪ হতে অক্টোবর/২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ডিপিপি অনুযায়ী আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের ৮টি অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ হচ্ছে দেশের ৮টি ভৌগলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৮টি সাইলো নির্মাণ। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ৮টি সাইলো ৬টি প্যাকেজে নির্মাণ করা হবে। প্যাকেজ W3 এর আওতায় ময়মনসিংহ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজ ৭২.৮%, মধুপুর রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজ ৭৮.৩% এবং আশুগঞ্জ রাইস সাইলোর নির্মাণ কাজ ৭৩.৩% । ৩টি সাইলার সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৭৪.৯%।

আলোকচিত্র-০১: ময়মনসিংহ রাইস সাইলো পরিদর্শনে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী ও মাননীয় সচিব এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

আলোকচিত্র-০২: ময়মনসিংহ রাইস সাইলো

আলোকচিত্র-০৩: আশুগঞ্জ রাইস সাইলো পরিদর্শনে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, মাননীয় সচিব এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

আলোকচিত্র-০৪: আশুগঞ্জ রাইস সাইলো

আলোকচিত্র-০৫: মধুপুর রাইস সাইলো (অফিস ভবন)